www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

রত্নমালা
গ্রন্থরত্ন ও সেরা
জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ৯ চৈত্র– ১৫ চৈত্র, ১৪২৪ ঃ ২৪ মার্চ – ৩০ মার্চ, ২০১৮
Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 22, 24 March - 30 March, 2018 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নের কর্মযজ্ঞের
সার্থক রূপায়ণে অনলস ভাবে
মানুষের সাথে মা–মাটি–মানুষের
সরকার কাজ করে চলেছে

কুন্দখালি গোদাবর গ্রামপঞ্চায়েত

কেন্দ্র, রাজ্য ও বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে আই.এস.জি. পি.
অনুদান প্রাপ্তিতে রাস্তা ঘাট, পানীয় জল
টিউবওয়েল, বিদ্যুৎ, শৌচালয়, শিক্ষা এবং
স্বাস্থ্যে গোপালগঞ্জ গ্রামপঞ্চায়েতকে নতুন
রূপ দিতে বদ্ধপরিকর

গণেশ মণ্ডল
সভাপতি
কুলতলি ব্লক তৃণমূল
যুব কংগ্রেস
কুন্দখালি গোদাবর গ্রাম
পঞ্চায়েত সদস্য
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

মোমেন আলি লস্কর
প্রধান
কুন্দখালি গোদাবর গ্রাম পঞ্চায়েত
তৃণমুল কংগ্রেস

দিলীপ সরদার
সভাপতি
কুন্দখালি গোদাবর অঞ্চল
তৃণমুল কংগ্রেস

বাজার লাইন অফ কন্ট্রোলের কাছে, টালমাটাল থাকার সম্ভাবনা লগ্নিও

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

২০০ ডিএমএ হল শেয়ার বাজার তথা সূচকের ক্ষেত্রে সবথেকে বড় সাপোর্টের জায়গা। বিগত ৮–৯ মাস এই জায়গায় দামটা মোটের ওপর ঘোরাফেরা করার জন্য এই সংখ্যাটির এত গুরুত্ব। আর এই মুহূর্তে ভারতীয় অর্থবাজারের সবথেকে বড় সূচক নিফটি সেই ২০০ ডিএমএ ভাঙার একেবারে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। এই জায়গাটা নিশ্চিতভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কোনওভাবে নিফটি যদি এই জায়গা ভেঙে আরও নিচে যেতে থাকে (মোট কথা ১০ হাজারের নিচে ট্রেড করতে থাকে) তাহলে এই কারেকশন আরও দীর্ঘায়িত হওয়ার সম্ভাবনা। আর যদি নিফটি এই যাত্রায় এই বিপদসীমা ধরে রাখতে সক্ষম হয় তাহলে ধীরে ধীরে আপমুভ তৈরি হবে। যদিও এর মধ্যে অনেক যদি–কিন্তু থেকে যাচ্ছে। বিশেষ করে নিফটি সূচক এই মুহূর্তে দেশের মধ্যে ঘনীভূত বিভিন্ন ডামাডোলের দ্বারা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত। তার মধ্যে আবার যদি মার্কিন মুলুকের সূচকত্রয়ী ডাও–জোন্স, ন্যাসড্যাক ও এসঅ্যান্ডপি ক্রমে আরও নিচে যায় ও তাদের ২০০ ডিএমএ ভেঙে দেয় তবে খেলাটা আবার অন্যদিকে ঘুরে যাবে। বলাবাহুল্য, নেতিবাচক আবহের মধ্যে আরও বেশি করে প্রবেশ করে বাজার।

অতীত অভিজ্ঞতা বলছে অনেক সময়ই তীরে এসে তরী ডোবার ঘটনা ঘটেছে ভারতের অর্থ বাজারে। অর্থাৎ আপনি ভাবলেন এই নিফটি ১০ হাজার হয়ে গেল, তো দেখা গেল ওভারনাইট পতনের হাত ধরে তাই প্রায় হাজার পয়েন্ট নিচে চলে এসে বড়মাপের সংশোধনী তৈরি করে দিল। এবারে যে তা ঘটবে না, সেটা কী আগে থেকে বলা যায়। গত জানুয়ারিতে ১১ হাজারের কাছাকাছি চলে আসা নিফটি এই সংশোধনীর হাত ধরে ইতিমধ্যেই ১০ শতাংশ নিচে এসে ১০ হাজারকে বুড়ি ছোঁয়া দিয়েছে। এটা ভেঙে ৯৮০০–৯৭০০–ও হয়ে উঠতে পারে। যদিও বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ এখনও বলে চলেছেন কারেকশন মানে এই ১০–১২ শতাংশ যথেষ্ট। বড়মাপের সংশোধনীতে যেতে এখনও নিফটিকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। কথা হচ্ছিল ওষুধ নিয়ে। তা মার্কেট কারেকশন যদি নিফটিকে আরও খানিকটা নিচে নিয়ে যায় তখন হয়তো দেখা যাবে ফার্মা সেক্টর আর তেমন পড়ছে না। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে যে সব ফার্মা কাউন্টার তাদের ৫২ সপ্তাহ 'লো'কে ছুঁয়েছে তারা হয়তো আর ৫–৭ শতাংশ নিচে আসতে পারে। তার থেকে বেশি নিচে আসা মুশকিল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

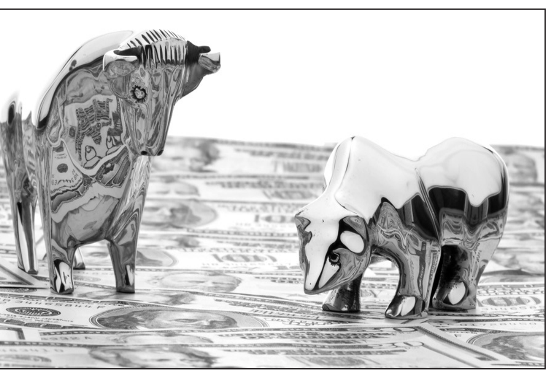

এই বাজারের চালচলন এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন। তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগড়ুম বাগড়ুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো।

বেশ কিছু রাস্তা বা দরজা এই কারেকশন পর্বে যেমন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক তেমনই উলটোদিকে নতুন অনেক দিক খুলেও যাচ্ছে সংশোধনীর হাত ধরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃদ্ধি আরও উন্নত হওয়ার খবরে বেশ নড়াচড়া শুরু হয়েছে টেকনোলজি বা আইটি সেক্টরে। বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ পই পই করে বলছেন, নতুন করে একটা বুল রান সংগঠিত হতে পারে টেকনোলজি তথা তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগে। সেজন্য, এখন থেকেই খুঁজেপেতে বের করে সেসব আইটি কাউন্টারে পজিশন নেওয়ার পালাও শুরু হয়েছে জোরকদমে। এখন থেকে অনেক অজ্ঞাতকুলশীল আইটি শেয়ারের নাম সামনে আসতে শুরু করবে, সেটা এখন থেকেই হরফ করে বলা চলে।

তবে এদের খুঁজে বের করার স্টাডিটা খুব জরুরি। একটু ভুলচুক হলে সমস্যা তৈরি হতে পারে। মনে রাখতে হবে এটা মোটেই শখের কাজ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রচুর টাকার ভবিষ্যতও।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৪ মার্চ – ৩০ মার্চ, ২০১৮

মেষ : ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে, গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে, কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে, ভ্রমণযোগ রয়েছে।

বৃষ : ক্রোধকে সংযম করার চেষ্টা করুন, বুদ্ধির ভুলে নিজের ক্ষতি নিজেই করে ফেলবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলি করতে সক্ষম হবেন। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। আধ্যাত্মিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে।

মিথুন : শরীর নিয়ে আপনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ লক্ষিত হয়। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ হলেও সঞ্চয়ে বাধা।

কর্কট : উপযাজক হয়ে অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না। ঠান্ডাজনিত পীক্ষায় ও পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভ। শিক্ষাক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হতে হবে। তথাপি আপনি সাফল্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে চোখ কান খোলা রেখে চলতে হবে।

সিংহ : কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। নতুবা অসম্মানিত হতে হবে। দায়িত্বমূলক ও যোগাযোগমূলক কাজে বাধা এলেও সাফল্যের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিকবিষয়ে শুভফলেরযোগ রয়েছে। পড়াশুনায় মনের মত ফল পাবেন না।

কন্যা : বিবিধ সমস্যার মধ্য দিয়ে সপ্তাহটি অতিক্রান্ত করতে হবে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতি করতে সমর্থ হবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির যোগ রয়েছে।

তুলা : প্রেম প্রীতির বিষয়ে সমটি অতীব শুভদায়ক। গৃহভূমি ও যানবাহন সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় চঞ্চলতার জন্য মনের মত ফল পাবেন না। নতুন কোনও ব্যবসায়ে হাত দেবেন না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে না।

বৃশ্চিক : মনে শান্তি পেতে হলে ইষ্টনাম জপ করুন। পূর্ব পরিকল্পিত দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। লেখাপড়ায় অগ্রগতির যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রটি প্রশস্ত হবে। ভ্রমণযোগ রয়েছে। ঠান্ডা জনিত পীক্ষায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকবে।

ধনু : অশুভের মধ্যেও শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় বাধার সৃষ্ট হতে পারে। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। খাওয়া দাওয়ায় সংযম হতে হবে। কর্মস্থলে শান্তিতে কাজ করতে পারবেন না। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে আপনি মনোনিবেশ করতে পারবেন না।

মকর : শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তেমনি শুভফল পাবেন না। আর্থিক বিষয়ে তেমন ভালো ফল আশা করা যায় না। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ রয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যে মনের মত ফল পাবেন না। লেখাপড়ায় ফল ভালো হবে না। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। চক্ষুপীড়ার যোগ রয়েছে।

কুম্ভ : আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলা সম্ভব হবে না। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। বন্ধু বান্ধবদেরকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। মামলা–মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। লেখাপড়ার ফল ভালো হবে। গৃহভৃত্যের দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ।

মীন : গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে, শিক্ষণক্ষেত্রে উচ্চমার্গের ফল পাবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গলার রোগে কষ্ট পেতে পারেন। আয় ভালই হবে। তবে একটু বিলম্ব হবে, কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে জল থেকে সাবধান থাকবেন।

নাবার্ডে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে ৯২ জনকে নিয়োগ করবে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট (নাবার্ড)। জেনারেল, ইকনমিক্স, এগ্রিকালচার–সহ বিভিন্ন শাখায় নিয়োগ হবে রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কিং সার্ভিসে, গ্রেড 'এ' ক্যাটেগরিতে। ২ বছরের প্রবেশন। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিত নম্বর : 4/Grade A/2017-18.

শাখানুসারে শূন্যপদের বিন্যাস এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা : জেনারেল : ৪৬টি (সাধারণ ২৩, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১৩)। এর মধ্যে ৪টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫০ শতাংশ (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর সহ যেকোনও বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা পিএইচডি। অথবা স্নাতক, সঙ্গে কোম্পানি সেক্রেটারি বা চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি বা কস্ট অ্যাকাউন্টেন্সি পাশ। অথবা স্নাতক, সঙ্গে এমবিএ বা ম্যানেজমেন্ট পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা।

অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি : ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫০ শতাংশ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর সহ ভেটেরিনারি সায়েন্স বা অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রিতে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট : ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক, সঙ্গে ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব ইন্ডিয়ার মেম্বারশিপ। ২০১৮–র মার্চের আগে এই মেম্বারশিপ পেয়ে থাকতে হবে।

ইকনমিক্স : ৯টি (সাধারণ ৫, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩)। শিক্ষাগত যোগ্য : ৫০ শতাংশ (তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর সহ ইকনমিক্স বা এগ্রিকালচার ইকনমিক্সে স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সব ক্ষেত্রেই সব সেমেস্টারে অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে ইকনমিক্স পড়ে থাকতে হবে।

এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং : ২টি (সাধারণ ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫০ শতাংশ নম্বর সহ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বা এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা ক্লাইমেট চেঞ্জ বা ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাডাপ্টেশনে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

ফুড প্রসেসিং/ফুড টেকনোলজি : ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫০ শতাংশ (তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর সহ ফরেস্ট্রিতে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (সয়েল সায়েন্স)/এগ্রিকালচার : ৮টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫০ শতাংশ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর–সহ এগ্রিকালচার বা এগ্রিকালচার (সয়েল সায়েন্স/অ্যাগ্রোনমি)–এ স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

মাইনর ইরিগেশন (ওয়াটার রিসোর্সেস) : ৬টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : হাইড্রোলজি বা অ্যাপ্লায়েড হাইড্রোলজিতে স্নাতক। অথবা হাইড্রোজিওলজি বা ইরিগেশন বা ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন অন্যতম বিষয়ে হিসেবে নিয়ে জিওলজি বা অ্যাপ্লায়েড জিওলজিতে স্নাতক। অথবা হাইড্রোলজি অ্যাপ্লায়েড হাইড্রোলজিতে স্নানকোত্তর ডিগ্রি। অথবা জিওলজি বা অ্যাপ্লায়েড জিওলজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

স্নাতকোত্তর স্তরে অন্যতম বিষয় হিসেবে হাইড্রোজিওলজি বা ইরিগেশন বা ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন পড়ে থাকতে হবে। সব ক্ষেত্রেই ৫০ শতাংশ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

সোশ্যাল ওয়ার্ক : ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫০ শতাংশ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর সহ সোশ্যাল ওয়ার্কে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বয়স : ১–৩–২০১৮ তারিখে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। বেতনক্রম : ২৮,১৫০–৫৫,৬০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দু'পর্যায়ের অনলাইন পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ফেজ ওয়ান (প্রিলিমিনারি) পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ১২ মে। পরীক্ষার সময়সীমা ২ ঘন্টা। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল : আসানসোল, বর্ধমান, বহরমপুর, দুর্গাপুর, হুগলি, কল্যাণী, কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতা এবং শিলিগুড়ি। ২০০ নম্বরের ফেজ ওয়ান পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে রিজনিং, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কম্পিউটার নলেজ, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড, ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল ইস্যুজ এবং এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ফেজ–টু অনলাইন পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ৬ জুন। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা। ফেজ–টু পরীক্ষার প্রথম পত্রে ১০০ নম্বরের ডেসক্রিপটিভ ধরনের প্রশ্ন হবে ইংরেজি রাইটিং স্কিল বিষয়ে। দ্বিতীয় পত্রের (১০০ নম্বর) পার্ট–ওয়ানে (জেনারেল শাখার জন্য) প্রশ্ন হবে ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল ইস্যুজ এবং এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে এবং পার্ট–টু–তে (অন্যান্য শাখার জন্য) প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। সব ক্ষেত্রেই প্রশ্ন হবে মাল্টিপল চয়েস ধরনের। ফেজ–টু পরীক্ষার প্রতিটি পত্রের সময়সীমা দেড় ঘন্টা।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.nabard.org প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২ এপ্রিল। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর জেপিজি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো (সাদা অথবা হালকা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে হবে, ২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেশনে, ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালিতে করা সই (১৪০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ১০ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ৮০০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা)। অনলাইনে ডেবিট কার্ড (মাস্টার/ভিসা/রুপে), ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, ক্যাশ কার্ড, মোবাইল ওয়ালেট বা আইএমপিএস (ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস)–এর মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে। ফি জমা দেওয়ার পর প্রাপ্ত ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

অনলাইন দরখাস্ত করার আগে প্রার্থীকে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়ার পর যথাযথভাবে দরখাস্ত পূরণ করে সাবমিট করুন। পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

কামারহাটি পুরসভায় চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাম্প অপারেটর, মিস্ত্রি, মজদুর–সহ বিভিন্ন পদে ৮৬ জনকে নিয়োগ করবে কামারহাটি পুরসভা। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১৭৪২।

শূন্যপদের বিবরণ : পাম্প অপারেটর : ১৫টি (সাধারণ ৩, ইসি ২, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১, প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট, সঙ্গে ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্কম্যানশিপ (৪৪০ ভোল্ট) সার্টিফিকেট এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৩০০ টাকা। পিওন : ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ইসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হলে অগ্রাধিকার। বেতনক্রম : ৪,৯০০–১৬,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৭০০ টাকা।

মজদুর : ৫৫টি (সাধারণ ১৩, সাধারণ–ইসি ৯, তফসিলি জাতি ১২, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ৯, প্রাক্তন সমরকর্মী ৫, দৈহিক প্রতিবন্ধী ২, দক্ষ খেলোয়াড় ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হলে অগ্রাধিকার। বেতনক্রম : ৪,৯০০–১৬,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৭০০ টাকা।

মিস্ত্রি : ৫টি (সাধারণ ১, সাধারণ–ইসি ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট সঙ্গে প্লাম্বিং ট্রেডে আইটিআই সার্টিফিকেট কোর্স পাশ। এর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,১০০ টাকা।

অ্যাসিস্ট্যান্ট মিস্ত্রি : ৮টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি–এ ১, প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট, সঙ্গে প্লাম্বিং ট্রেডে আইটিআই কোর্স পাশ। বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা।

বয়স : ১–৩–২০১৫ তারিখে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

সব ক্ষেত্রেই তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৮ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.kamarhatimunicipality.org আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র দরখাস্ত ভরা খামের ওপর বিজ্ঞপ্তি নম্বর এবং যে পদের জন্য আবেদন করছেন তার নাম লিখে দেবেন। দরখাস্ত ৭ এপ্রিলের মধ্যে এই ঠিকানায় রাখা ড্রপবক্সে সরাসরি জমা দিতে হবে : The Chairman, Kamarhati Municipality, 1, M. M. Feeder Road, P.O. Belghoria, Kolkata-700 056.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

* প্রার্থীর দু'কবি রঙিন পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যায়িত ফটো। এর মধ্যে একটি ফটো দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন। অন্য ফটোটি দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে দেবেন।
* বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* কাস্ট ও ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
* প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* প্রার্থীর নাম–ঠিকানা লেখা ও ৫ টাকা মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটানো দু'টি খাম।

আরপিএফে শীঘ্রই ৯৫০০ কনস্টেবল

নিজস্প প্রতিনিধি : ৯,৫০০ কনস্টেবল নেবে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ)। নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হবে শীঘ্রই। ৫০ শতাংশ শূন্যপদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হবে। ১৮ মার্চ লখনউয়ে রেলের এক অনুষ্ঠানে এই নিয়োগের কথা ঘোষণা করেছেন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। এদিন টুইটারেও রেলমন্ত্রী এই নিয়োগের কথা জানান।

সূত্রের খবর, এপ্রিলেই নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আরপিএফের কোন কোন পদে নিয়োগ হবে সে বিষয়ে এখনও কিছু জানাননি রেলমন্ত্রী।

সাধারণ কনস্টেবল, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব–ইনস্পেক্ট, হেড কনস্টেবল ও ইনস্পেক্টর পদে নিয়োগ হয় এই রেল সুরক্ষা বাহিনীতে। দীর্ঘদিন আরপিএফে কনস্টেবল নিয়োগ হয়নি। সেই নিরিখে বলা চলে, এবার কনস্টেবল পদে নিয়োগ হচ্ছেই।

কনস্টেবল পদে আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। বয়স ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি, ওবিসি, প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পেয়ে থাকেন।

দৈহিক মাপজোক : ছেলেদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬৫ সেমি, বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮০ ও ৮৫ সেমি। মহিলাদের ক্ষেত্রে উচ্চতা দরকার ১৫৭ সেমি।

কনস্টেবল পদে প্রার্থী বাছাই হয় লিখিত বা অনলাইন পরীক্ষা, দৈহিক মাপজোক ও দৈহিক সক্ষমতা যাচাই, মেডিকেল টেস্ট ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

শব্দবার্তা ৭০

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। মন্দ ভাগ্যের ব্যাপার ৫। কাব্যের অলংকার বিশেষ ৭। কৌলীন্য, আভিজাত্য ৯। ছোটবেলার এই খেলা আর নেই এখন ১১। বিক্রয়পত্র ১২। সামান্য পার্থক্য।

উপর–নীচ

২। (আল.) অতি সহজ ব্যাপার ৩। তোষামোদ ৪। কচি গাছ ৬। কল্পিত বা মনগড়া বিষয় ৭। যে অভিধানে শব্দের অর্থ–পদ ব্যুৎপত্তি ইত্যাদির বিবৃতি থাকে ৮। স্বচ্ছ, নির্মল ৯। যুগের শেষ ১০। মাটির তৈরি।

সমাধান : শব্দবার্তা ৭০

পাশাপাশি : ২। আপাতমধুর। ৫। কমবখত ৭। রস ১১। বক ১৩। মকরধ্বজ ১৪। নবীনবরণ।

উপর–নীচ : ১। মহাকলরব ৩। তলাতল ৪। ধুস্তুর ৬। বন্ধু ৮। সন্দেহজনক ৯। সমভাব ১০। বর ১২। করবী।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ৯ চৈত্র– ১৫ চৈত্র, ১৪২৪ ঃ ২৪ মার্চ – ৩০ মার্চ, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 22, 24 March - 30 March, 2018 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা
জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আইন ও আইন এড়িয়ে চলার লুকোচুরির দিন শেষ।

২০২০ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০ বছরের পুরনো বাণিজ্যিক গাড়ির চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা হতে চলেছে। দূষণ কমাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে।

রবিবার : মার খেতে খেতে মহারাষ্ট্রের কৃষকরা এখন মরিয়া।

কয়েক দিন আগে পথে নামার পর এবার টাকা মেরে বিদেশে পালিয়ে যাওয়া নীরব মোদীর সংস্থার জমি দখল করে নিলেন তারা। নামমাত্রা টাকায় কেনা জমিতে ট্রাক্টর চালিয়ে দেন জোটবদ্ধ কৃষকরা।

সোমবার : ওপারে রাজনৈতিক

অস্থিরতা যত বাড়ছে তত বাড়ছে পাকিস্তানের হামলা। গত কয়েকদিনে জম্মু–কাশ্মীরের সীমান্ত এলাকায় একের পর এক জঙ্গি হামলায় নিহত হচ্ছেন ভারতীয় জওয়ান সহ সাধারণ মানুষ। সবই ভারতের সংযম নষ্ট করার চক্রান্ত।

মঙ্গলবার : ডিউটি টাইমে মোবাইলে ব্যস্ত থাকার অপরাধে

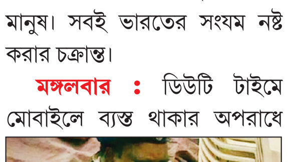

সাসপেন্ড হলেন দুই পুলিশ কনস্টেবল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বাড়ির সামনে ডিউটি করছিলেন তারা। স্মার্ট ফোন বাংলার কর্মসংস্কৃতিতে বড় ধাক্কা দিতে উদ্যত। এটা তারই প্রমাণ।

বুধবার : 'নাক' এর সমীক্ষার ভিত্তিতে ৬১টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে

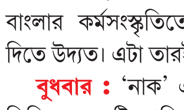

ইউজিসির দেওয়া পূর্ণ স্বশাসন পেল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। নতুন পাঠক্রম। নতুন বিভাগ চালু থেকে বিদেশি শিক্ষক নিয়োগ– সবেতেই পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে প্রতিষ্ঠানগুলি।

বৃহস্পতিবার : ফেসবুকে দেওয়া ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করে সংকীর্ণ

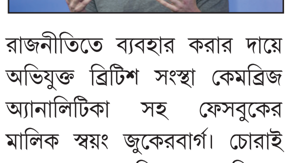

রাজনীতিতে ব্যবহার করার দায়ে অভিযুক্ত ব্রিটিশ সংস্থা কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা সহ ফেসবুকের মালিক স্বয়ং জুকেরবার্গ। চোরাই তথ্য কেনার অভিযোগে অভিযুক্ত কংগ্রেস সহ নানা রাজনৈতিক দল। জুকেরবার্গ অবশ্য ভুল স্বীকার করে সতর্ক হবেন বলে জানিয়েছেন।

শুক্রবার : বাণিজ্য যুদ্ধে মুখোমুখি চিন–মার্কিন। মার্কিন

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চিনা প্রেসিডেন্ট শি চিনকিং শুল্ক হুমকি ছাড়ছেন একে অপরের বিরুদ্ধে। কাঁপুনি ধরেছে শেয়ার বাজারে। মার্কিন শেয়ার বাজার হুড়হুড় করে পড়ছে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

জোটের জটে জেরবার জনগণ

প্রতিরুদ্ধ বাউল

সামনে ২০১৯। আসছে গণতান্ত্রিক ভারতের সব চেয়ে বড় পরীক্ষা লোকসভার সাধারণ নির্বাচন। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান নয়। এই পরীক্ষার একটি মাত্র বিষয় অঙ্ক। চ্যাপ্টার একটাই। জোটের অঙ্ক। তার মধ্যেই নানা ধরনের বুদ্ধির খেলা। কোনওটা পারমুটেশন–কম্বিনেশন। কোনওটা পার্সেন্টেজের। কোনওটা আবার ধর্মীয় ভাবাবেগের। এর সঙ্গে আছে জটিল দুর্নীতির কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির অঙ্ক। এখন চলছে পরীক্ষার প্রস্তুতি। অঙ্ক করতে বসেছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। বিজেপি জোট এনডিএ, কংগ্রেস জোট ইউপিএ নাকি খিচুড়ি জোট ফেডারেল— কারা এখন জনগণের মনের মণি কোঠায় জায়গা করে নিচ্ছে, কোন ফ্রন্টের আসন সম্ভাবনা বেশি তাই নিয়ে অঙ্কবিদদের মাথাব্যথার শেষ নেই। বিজেপি বিরোধী দলগুলি দ্বিধা বিভক্ত। কেউ বলছে কংগ্রেসের কোল চাই। আবার কেউ বলছে না না, ওই দুর্বল কোলে উঠলে আছাড় খাওয়া ছাড়া গতি নেই। কংগ্রেস তো আগে ভাগে কোল পাততে ভোজের আয়োজন করতে শুরু করেছে। ভাবটা এমন অনেক দিন ক্ষমতার বাইরে থেকে শুকিয়ে রয়েছি। বিজেপি বিরোধী জোটের নেতা হওয়ার দাবিদার তো আমরাই। ক্ষমতা যেন পৈর্তৃক সম্পত্তি। ফেডারেল ফ্রন্টওয়ালারা আবার কংগ্রেস বিজেপি কাউকেই জোটের নেতৃত্ব দিতে রাজি নয়। আর জনগণ! প্রখ্যাত পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'

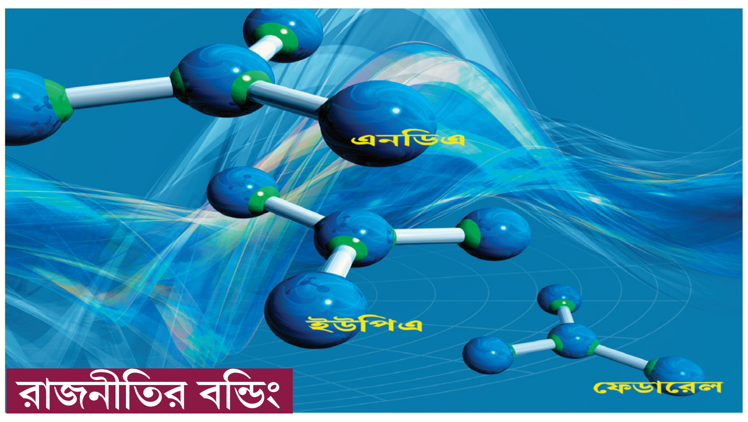

ছবির মতো দৈনন্দিন লড়াকু টানাটানির জীবনের সামনে সবই যেন ভূতের নৃত্য।

এমন জোটের নৃত্য আগেও দেখেছে ভারতবাসী। সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ ইন্দিরা গান্ধির অপশাসনের হাত থেকে অতিষ্ঠ মানুষকে মুক্তি দিতে জোট গড়েছিলেন। জেলে বসে সকলকে নিজের নিজের দলের তকমা ছেড়ে একটি জোট, পার্টি গড়তে আহ্বান জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কমন এজেন্ডা তৈরি করে কাজ করতে হবে। কারণ তিনি জানতেন বহু দলীয় জোট নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করবে। আসল কাজটাই হবে না। জন্ম নিয়েছিল জনতা পার্টি। তাবড় তাবড় নেতারা এসে যোগ দিয়েছিলেন এই পার্টিতে। কংগ্রেস ছেড়ে চলে এসেছিলেন জগজীবন রামও। মোরারজি দেশাইয়ের নেতৃত্বে সরকার বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিল।

কিন্তু এমন রত্নখচিত জোটও বেশিদিন টেঁকে নি। অবিশ্বাস আর স্বার্থসিদ্ধির ধাক্কায় ধসে পড়েছিল জয়প্রকাশজির স্বপ্ন। বামেদের বিশ্বাসঘাতকতায় ফের ক্ষমতায় ফিরে এসেছিলেন ইন্দিরা। এরপরও কংগ্রেসের প্রতি বিরক্ত মানুষ ফের জোটে ফিরেছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতা আরও নিদারুণ। কয়েক মাস পরপর প্রধানমন্ত্রী বদল হয় আর পিছিয়ে যায় দেশ। হিসাব বলছে প্রত্যেকটি জোট জমানায় দেশের বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। জোটের জট ছেড়ে ফের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার পালা। সেই বিজেপি–কংগ্রেস–বিজেপি। অটল–মনমোহন–মোদীর হাত ধরে জোটের মোড়কে চলছে একদলীয় শাসন। ফিরে এসেছে স্থায়ী 'ফুল টাইম' সরকারের জমানা। এই কুড়ি বছরেই কার্গিল যুদ্ধ, প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা, একশো দিনের কাজ, বিশ্ব অর্থনীতির শরিক হওয়া, পরমাণু চুক্তি, মহাকাশ গবেষণায় উন্নতির সোপান রচনা, কালো টাকা পাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, নোটবন্দী, জিএসটি–র মতো বহু যুগান্তকারী পদক্ষেপ এগিয়ে দিয়েছে ভারতকে।

ফলে অবিশ্বাসী ভুক্তভোগী ভারতবাসী ফের জোট জমানায় ফিরবে কিনা তা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। তা সত্ত্বেও জোট গড়ার কুশীলবরা এবার তৎপর হয়েছেন মোদী বিরোধিতার তাসকে সামনে রেখে এগুতে। কংগ্রেসের অভিযোগ কর্মসংস্থানে ব্যর্থ বর্তমান সরকার। আঞ্চলিক দলগুলির আবার নিজেদের বঞ্চনার অভিযোগ, যা কংগ্রেস আমলেও সমান প্রাসঙ্গিক ছিল। ফলে বিজেপি বিরোধী জোট এখন পারমুটেশন–কম্বিনেশনের অঙ্কে ব্যস্ত। কংগ্রেস তার নেতৃত্বে জোট গড়লে কে কে কাছে আসবে আর কংগ্রেস বর্জিত জোটে সামিল হবে কারা তাই নিয়ে এখন মাপামাপি চলছে। তবে যারাই জোট গড়ুন না কেন স্থায়ী সরকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি না থাকলে ভারতবাসীর মন পাওয়া মুশকিল। জোটপন্থী নেতারা অবশ্য বলছেন তাদের মিশন সফল করতে কমন প্রোগ্রাম রচনা করবেন। তাতে মমতার বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ, চন্দ্রবাবুর বিশেষ মর্যাদা, চন্দ্রশেখরের রাজ্য ভিত্তিক ইস্যু স্থান পাবে তো? না হলে তো সবটাই বৃথা। ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের দেশ। এখানে কারোর পাহাড় চাই তো কারোর নদীর জল চাই। তাই জোট গড়তে হয় সমগ্র দেশের কথা ভেবে। রাজ্যের সংকীর্ণ দাবিগুলি এখানে পাত্তা পাওয়া মুশকিল। যাই হোক জোটপন্থীদের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ। আগের ব্যর্থতার ইতিহাস মুছে এগোতে হবে তাদের।

ব্যাক স্ট্রোক

ওঙ্কার মিত্র

লিঙ্গায়ত : জিভ লকলক করছে রাজনৈতিক নেতাদের

কথায় আছে বন্য পশুরা একবার রক্তের স্বাদ পেলে তাকে পোষ মানানো প্রায় অসম্ভব। ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসও ঠিক তাই। কংগ্রেস সভাপতি পদে নবনিযুক্ত হয়ে নতুন করে দল গঠন, নবীন–প্রবীনের মেল বন্ধনের বার্তা দিলেও রাহুল গান্ধির আসল লক্ষ্য সেই ধর্ম বিভেদ। এই স্বাদ তাঁকে দিয়ে গিয়েছেন তাঁর পূর্বসুরীরা। সেই দ্বিজাতি তত্ত্বে ভারত বিভাজন দিয়ে শুরু। তারপর বার বার এই নোনতা স্বাদে জিভ রাঙিয়েছে কংগ্রেস। বিতর্কিত রাম মন্দিরের তালা খুলেছিল কে? কংগ্রেস। শাহ বানু মামলার রায় থেকে মুখ ফিরিয়েছে কে? কংগ্রেস। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময় নির্বিকার ছিল কে? কংগ্রেস। মুসলিম নারীদের মুক্তির সংগ্রাম তিন তালাক বাতিল ইস্যু পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে কে? কংগ্রেস। এবার লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়। ফের একটা 'রিলিজিয়াস গেম'। কর্ণাটকের মাটিতে এই গেম ফায়দা দিতে পারে। ফলে নতুন প্রজন্মের সভাপতিও নাম লেখালেন দাদু–ঠাকুমাদের দলে। সিদ্ধার্থবাবু ছেড়ে যাওয়ার পর ভাগ্যিস কংগ্রেস ক্ষমতার স্বাদ পায় নি এই রাজ্যে। তাহলে হয়তো বাংলার নানা সম্প্রদায় এতদিন হিন্দুদের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠত।

ফলে ধর্মীয় রক্তের স্বাদে পুষ্ট কংগ্রেস নিজেকে অসাম্প্রদায়িক বলে জাহির করলেও কেউ আর বিশ্বাস করছে না তাকে। ডানপন্থী আঞ্চলিক দলগুলিও এখন অকংগ্রেসী–অবিজেপি জোট গড়তে চেষ্টা চালাচ্ছে। সুবিধাবাদী হলেও বামপন্থীদের একাংশও বিজেপি ও কংগ্রেসের সমদূরত্ব তত্ত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু ধর্মের তাস তো একা খেলা যায় না। তাই কংগ্রেস চায় আঞ্চলিক দলগুলো যায় যাক! বিজেপি অন্তত এই খেলায় থাকুক। ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক তকমা সেঁটে যাওয়া বিজেপি তা ঝেড়ে ফেলতে সবকা সাথ–সবকা বিকাশ–এর ফর্মুলার মরিয়া চেষ্টা চালালেও কতদিন কংগ্রেসের এই ধর্ম ফাঁদের বাইরে থাকতে পারবে বলা মুশকিল। সামনে লোকসভা নির্বাচন। ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে রামমন্দিরের দাবি। নরেন্দ্র মোদী–অমিত শাহদের কাছে ধর্মীয় সংঘর্ষই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

জেলায় ঘাঁটি রোহিঙ্গাদের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক উদ্বিগ্ন

কুনাল মালিক

মায়নামারের রাখাইন প্রদেশ থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের মুসলিম শরণার্থীরা গত ১৪ ফেব্রুয়ারি সীমান্ত পেরিয়ে দুটি ট্রাকে করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর ও ক্যানিং–এ ঘাঁটি গাড়ল। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, বারুইপুরের হারদহ এবং ক্যানিং–এর সাত বিবি গ্রামে রোহিঙ্গাদের প্রায় ১০০ জন শরণার্থী সংসার পেতেছে। এরা হরিয়ানা থেকে এসেছে। সূত্রের খবর দেশ বাঁচাও সামাজিক কমিটির নামে একটি এনজিওর কর্ণধার হোসে গাজি এদের থাকা–খাবার ব্যবস্থা করেছেন। অল বেঙ্গল মাইনরিটি ইউথ ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ডাঃ কামারুজ্জামান রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সঙ্গে স্বাক্ষর করে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাসূত্রের দাবি, বারুইপুরে আগত রোহিঙ্গাদের কোনো বৈধ পাসপোর্ট বা ভিসা নেই। শুধুমাত্র রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রদত্ত রিফিউজি পরিচয় পত্র আছে। সূত্রের খবর, উত্তর ২৪ পরগনা, মালদহ, মুর্শিদাবাদেও রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ হচ্ছে। বিজেপির অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ ব্যাপারে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো ভূমিকা নিচ্ছে। রোহিঙ্গারা রাজ্যে অবৈধভাবে ঢুকে পড়ায় কেন্দ্র ও রাজ্যের সাংবিধানিক এক্তিয়ার নিয়ে

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

রোহিঙ্গাদের ঘাঁটি

বড় প্রশ্নচিহ্ন ফুটে উঠেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক ওয়াই রত্নাকর রাও এ প্রসঙ্গে সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, বিষয়টি তিনি রায়পুর জেলা পুলিশকে দেখতে বলেছেন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর এভাবে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ ঘটায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের আড়ালে জঙ্গি অনুপ্রবেশের আশঙ্কা করছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি কলকাতায় ধর্না কর্মসূচি নিচ্ছে।

মিনারেল ওয়াটারের জার ডায়েরিয়ার উৎস

বরুণ মণ্ডল : এ রাজ্যে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ম্যানুফ্যাকচার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন' তাদের পথ চলা শুরু করে ২০১২ সালে। উত্তরের আলিপুরদুয়ার থেকে দক্ষিণের সাগরদ্বীপে তাদের সদস্যসংখ্যা ২০০ (এরা সকলেই লাইসেন্স প্রাপ্ত কোম্পানি)। আর যাদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই রাজ্যে সেই ছ'টি জাল আইএসআই

ওয়াটার প্ল্যান্ট এবং ইললিগাল আন–রেজিস্টার্ড, আন–অথরাইজড, নন–আইএসআই (ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস ইন্সটিটিউশন) ম্যানুফ্যাকচারারস প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার কোম্পানির সংখ্যা অসংখ্য কমবেশি চার হাজার। রাজ্যের শহর–নগর এলাকায় ইললিগাল প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার কোম্পানির সংখ্যা বেশি আর অন্যত্র কিছুটা কম। সংখ্যাটা কখনও শূন্য নয়। এই অ্যাসোসিয়েশনের সহ–সভাপতি সুদীপ ঘোষ বলেন, 'আমরা চাই রাজ্যে নন–আইএসআই ওয়াটারের ডিস্ট্রিবিউশন শীঘ্রই বন্ধ হোক। পুর প্রশাসন থেকে পুলিশ থেকে রাজ্য প্রশাসন আরও বেশি সংখ্যায় নন–আইএসআই কোম্পানিগুলিতে আকস্মিক ধরপাকড় চালাক। এবং রাজ্যবাসী 'প্রপার ড্রিঙ্কিং ওয়াটার' সম্পর্কে সচেতন হোক।'

এরপর তিনের পাতায়

মরা মুরগির ঢেউ এবার উত্তর ২৪ পরগনাতে

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগনার বাদুড়িয়ায় প্রায় ১০–১২ হাজার মুরগির পোল্ট্রি আছে। এর অধিকাংশই রয়েছে আনারপুর, মাতাডাঙা, তারাগুনিয়া অঞ্চলে। এখানে মরা মুরগি সন্ধ্যার পর কিনে থার্মোকলের বাক্সে ভরে ফর্মালিনে চুবিয়ে কলকাতা সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে চালান হচ্ছে। কুড়ি টাকা কেজি দরে তা বিক্রি হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে। সাধারণত প্রায় প্রতি বছরই এই সময়টা বার্ড ফ্লু'র উৎপত্তি হয় বা মুরগির মড়ক লেগে থাকে। এ বিষয়ে স্থানীয় এলাকাগুলিতে একটা জনশ্রুতি আছে। তা হল, পাকুড় গাছে যখন ফুল ধরে, তখন মুরগির মড়ক লাগে।

চলতি মরশুমে শীতের প্রায় শেষ দিক থেকেই মরা মুরগির রমরমা কারবার শুরু হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞমহলের অভিমত। উত্তর চব্বিশ পরগনার হাড়োয়া, দেগঙ্গা চত্বরের একাধিক পোল্ট্রি ফার্মে বিগত দিনে বার্ড ফ্লু বা মড়কে মরে যাওয়া মুরগিগুলোকে বাজারে চালান দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। গত সেপ্টেম্বরের শেষে এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট চারজনের নামে এফআইআর করে। জানা গিয়েছে দুই চব্বিশ পরগনা জেলা ছাড়াও হাওড়া ও হুগলি জেলাতেও এই কারবার চলে। জেলা শাসক অন্তরা আচার্য গত বুধবার জরুরিকালীন তৎপরতায় এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ডাকেন। বাদুড়িয়া পুরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তনয়কান্তি রায় বিষয়টি পুলিশকে জানান এবং পুরসভারও নজরে আনেন। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য সঞ্জয় মণ্ডলও বিষয়টি নিয়ে পুলিশকে জানান। বাদুড়িয়ার জগন্নাথপুরে আটক হয় মরা মুরগির গাড়ি। গ্রেফতার করা হয় সাতজনকে।

গত দু'সপ্তাহ আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং দিয়ে মরা মুরগির যে আতঙ্ক শুরু হয়েছিল তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়। প্রাণী সম্পদ দফতর বলছে দোকানে দোকানে মরা মুরগি সরবরাহ আটকাতে হবে খাদ্য দফতরকে। সাধারণ জনগণের মধ্যে ক্রমশ আতঙ্ক বাড়ছে।

কাওরাইদে বিস্মৃতপ্রায় গুপ্তজমিদারদের গৌরবময় স্মৃতিচিহ্ন

বাংলাদেশ থেকে আমাদের প্রতিনিধি আশরাফুল ইসলাম

বহু প্রাচীন ইতিহাস ও নিদর্শন কালের বিবর্তনে লোকচক্ষুর অন্তরালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। এর অন্যতম দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অদূরে ভাওয়াল অঞ্চলে, যা আজকে গাজীপুর জেলার শ্রীপুরের ঐতিহাসিক কাওরাইরদী ব্রাহ্মমন্দির ও জমিদারদের কাছারি বাড়ি। এটি এ অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য হৃদগৌরবের নিদর্শন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মোদের গরব/মোদের আশা– আ মরি বাংলা ভাষা' গানের স্রষ্টা সুরকার গীতিকার অতুল প্রসাদ সেন, ব্রাহ্মধর্ম সংস্কারক কালীনারায়ণ গুপ্ত, ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম স্যার খেতাব পাওয়া কে জি গুপ্ত, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তির স্মৃতিবিজড়িত স্থান কাওরাইদ।

কাওরাইদে এ ইতিহাসের গোড়াপত্তন করেন বিখ্যাত গুপ্ত জমিদাররা। তাঁরা সুদীর্ঘকাল এ জনপদ শাসন করেছেন অত্যন্ত সুনামের সাথে। স্থানীয় ও জাতীয় পরিমণ্ডল পেরিয়ে অনেক দূর ছড়িয়েছে এ জমিদার পরিবারের পরিচিত ও গৌরব। গুপ্ত পরিবারের গৌরবময় বিশাল বিস্তৃতি ও তাঁদের কৃতিত্ব অনুসন্ধানীদের বিমোহিত করে। স্থানীয় হিন্দু পুরোহিত, ব্রাহ্মমন্দির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে কথা বলে এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণাপত্র অনুসন্ধানে জানা যায়, গুপ্ত জমিদারদের বর্ণাঢ্য ইতিহাস।

কাওরাইদে গুপ্ত জমিদারি এস্টেট প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯৩ সালে। নরসিংদীর ভাটপাড়ার প্রতাপশালী জমিদার মহেন্দ্র নারায়ণ গুপ্ত কাওরাইদ এলাকার তালুকগুলো কিনেছিলেন ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও থানার শিলাশী গ্রামের জমিদার মীর আহম্মদের কাছ থেকে। ভাটপাড়ার বিশাল এলাকাসহ শ্রীপুরের কাওরাইদ এলাকা ও ময়মনসিংহের ভাটি অঞ্চলে গুপ্ত পরিবারের জমিদারি বিস্তৃত ছিল।

এ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা জমিদার মহেন্দ্র নারায়ণ গুপ্ত সন্তানহীন হওয়ায় তাঁর বিশাল আধিপত্য রক্ষার জন্য দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন নরসিংদী জেলার মনোহরদী থানার (পুরাতন রায়পুরা) চুলা ইউনিয়নের আকানগর গ্রামের সুধারাম সেন ও যশোধা দেবীর পুত্র কালীনারায়ণ সেনকে। জমিদারবাবু কালীনারায়ণকে পুত্রস্নেহে পালন করতে থাকেন। ফলে তিনি সেন থেকে গুপ্ত উপাধিপ্রাপ্ত হন। কালীনারায়ণ তেমনভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে পারেননি, তবে নিজ প্রচেষ্টা ও প্রজ্ঞাবলে বাংলা, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাছাড়া হিন্দুধর্মীয় ভক্তিগীতি গেয়ে সে সময়ে তিনি খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে ১৮৬৯ সালে তিনি হিন্দু ধর্মসংস্কারক রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। সেই সময়ে এ ধর্ম সংস্কার আন্দোলনকে পূর্ব বাংলায় বেগবান করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা দেন কালীনারায়ণ।

বাংলাদেশের হৃদয় হতে

জমিদার কালীনারায়ণ ও তার পরিবারের সদস্যরা ইংরেজ শাসনকাল থেকেই দেশ ও বিদেশে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। কালীনারায়ণের বড় ছেলে কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত ওরফে কে জি গুপ্ত বিপুল খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ব্রিটিশ আমলে তাকে কিংবদন্তি বাঙালি মনে করা হত।

কে জি গুপ্ত ১৮৫১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নরসিংদীর ভাটপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রখর মেধাবী কে জি গুপ্ত শিক্ষাজীবন শুরু করেন ঢাকার পগোজে। পরে ঢাকা কলেজজীবনে অত্যন্ত ভালো ফলাফল করে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিলেতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তখন অক্সফোর্ডে কে জি গুপ্তকে সবচেয়ে মেধাবী ভারতীয় বলে গণ্য করা হত। সে সময় কেবল ইংরেজ বংশোদ্ভূতরাই উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরি পেত। কিন্তু কে জি গুপ্ত নিজ প্রতিভাবলে চিরাচরিত নিয়ম ভেঙে আইসিএস অফিসার হিসেবে চাকরি অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া তিনি ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয়ের ভারতীয় কাউন্সেলরের প্রথম ভারতীয় সদস্য, ইংল্যান্ডের হাউস অফ কমনসের সম্মানিত সদস্য ছিলেন। এছাড়া ইংল্যান্ডের রানি কর্তৃক দুর্লভ সম্মানসূচক 'নাইট কমন্ডারস অফ দি স্টার' এবং ব্রিটিশ প্রশাসন প্রথম ভারতীয় হিসেবে তাকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করে।

স্যার কে জি গুপ্ত ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ দুঃশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। বিলেতের লিংকনস ইন থেকে ব্যারিস্টারি পড়ে ইংরেজদের চাকরি ছেড়ে দিয়ে আন্দোলনরত বাঙালি সৈনিকদের আইনি সহায়তা দেন তিনি। প্রসন্ন তারা গুপ্তা ওরফে তুফানী গুপ্তা হচ্ছেন স্যার কে জি গুপ্তের সহধর্মিণী। তুফানী গুপ্তা ১৮৮৬ সালে কলকাতার সখী সমিতির নামে নারী উন্নয়ন কেন্দ্রিক একটি সামাজিক সংগঠনের গোড়াপত্তন করেন। এ সংগঠনটি এই সময়ে স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিয়ের প্রচলন, সহমরণ প্রথা রোধসহ বিভিন্ন সামাজিক সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। লাকসামের জমিদার নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ও সংগঠনের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

স্যার কে জি গুপ্ত ও তুফানী গুপ্তা দম্পতির চার সন্তান ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন বীরেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত, ধীরেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত, যতীন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত ও হেম কুসুম গুপ্তা। মেয়ে হেমকুসুম গুপ্তার বিয়ে হয় কে জি গুপ্তের ভাগনে উপমহাদেশের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ, সুরকার, গীতিকার ব্যারিস্টার অতুল প্রসাদ সেনের সাথে। পবিত্র কোরানের প্রথম সার্থক বাংলা অনুবাদক 'মৌলভী ভাই' গিরীশ চন্দ্র সেন স্যার কে জি গুপ্তের মামা। কে জি গুপ্তের ভাইবোনের মধ্যে অনেকেই শৈশবে মারা যান। জীবিতদের মধ্যে অন্যরাও নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এর মধ্যে প্যারী মোহন গুপ্ত ভারতের তৎকালীন খ্যাতিমান সিভিল মেডিকেল অফিসার ছিলেন। তৃতীয় ভাই গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন ঢাকার হোলিখেলা উৎসবের উদ্যোক্তা। কে জি গুপ্তের বোন হেমন্ত শশী গুপ্তা অতুলপ্রসাদের মা। দ্বিতীয় বোন চপলা গুপ্তার বিয়ে হয়েছিল শশীভূষণ গুপ্তের সাথে। তৃতীয় বোন সৌদামিনী গুপ্ত। তাঁর ছেলে চারুচন্দ্র আর চারুচন্দ্রের মেয়ে বিজয়া হচ্ছেন বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের স্ত্রী। চতুর্থ বোন সরলা গুপ্তা। তাঁর মেয়ে সুপ্রভা হলেন সুকুমার রায়ের স্ত্রী সত্যজিৎ রায়ের মা।

এরপর তিনের পাতায়

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত
আলিপুর বার্তা
কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ২৪ মার্চ – ৩০ মার্চ, ২০১৮

খিচুড়ির খানাখন্দে ফের ধাবমান দেশ

খিচুড়ি খেতে কে না ভালোবাসে। বিশেষ করে ঝমঝম বৃষ্টির দিনে খিচুড়ির সঙ্গে ডিম ভাজা বা ইলিশ মাছ হয়ে ওঠে অমৃত সমান। কিন্তু সেই খিচুড়িই যদি পাতে না পড়ে 'সরকার' হিসাবে উপস্থাপিত হয় তা হলে যে অভিজ্ঞতা হয় তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ভারতের ইতিহাসে এই রকম বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতি বেশ কিছু বার এসেছে। সৌজন্য বা বদান্যে থেকেছে তৎকালীন শাসক দলের ব্যর্থতা ও বিকল্পের সন্ধান না থাকা। এই যেমন ১৯৭৭–এ চরণ সিং–মোরারজি দেশাইদের খিচুড়ি সরকার প্রথম বারের জন্য প্রত্যক্ষ করেছিল ভারতবর্ষ। এরপর ৮০–র দশকে একেবারে শেষ থেকে ৯০–এর মাঝামাঝি পর্যন্ত এই খিচুড়ি সরকার নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে বেশ কয়েক বার। রাজীব গান্ধির সঙ্গে তাঁর একদা অর্থমন্ত্রী ভি পি সিং–এর বিবাদ থেকে জন্ম হয়েছিল জনতা দলের। কালক্রমে সেই জনতা দলের ব্যাটন হাতে নিয়ে কখনও দেবগৌড়া, গুজরাল বা চন্দ্রশেখর সিংরা কয়েকদিনের জন্য প্রধানমন্ত্রী 'সেজেছেন'। কিন্তু ওই প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী খেলা কোনও বারই স্থায়ী হয়নি। পরিণামে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে সময়ের আগে বারংবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, যার ফলে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে অর্থনীতির ভিত। এই লেখা এমন একটি সময়ে তুলে ধরা হচ্ছে যখন ফের ভারতবর্ষের আকাশে ঘনীভূত হয়েছে আরও একটি খিচুড়ি সরকারের কালো মেঘ। বস্তুত, দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতাই আরও একবার সামনে এনেছে অস্থিরতার প্রতিভূ এই খিচুড়ি সরকার তত্ত্বকে। যার অন্যতম হোতা হিসাবে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। মাত্র কিছুদিন আগেই নবান্নে টিআরএস নেতা চন্দ্রশেখরের সঙ্গে মমতার বৈঠকের পর এই জোড়াতালি ফ্রন্ট গড়ে ওঠার ঘোষণাও হয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন হল, ভারতবাসী তাতে কোনও ভাবে কি লাভবান হতে পারবেন। কারণ অতীতে কোনও বারই এই খিচুড়ি সরকারের ইনিংস স্থায়ী হয় নি। হয় ১ বছর, কখনও ৬ মাস আবার কখনোও বা হাতে গোনা কয়েকটা দিন যাপন করেছে এই মিলিঝুলি সরকার। আসলে এর সফল হওয়ার কোনও পথই তো নেই। কারণ, দেশের নানা প্রান্ত থেকে উঠে আসা আঞ্চলিক দলগুলির মূল লক্ষ্য থাকে যে ভাবে হোক নিজেদের রাজনৈতিক পুষ্টি সাধন করা ও নিজেদের শখ পূরণ করা। এবার যে খিচুড়ি সরকার বা ফেডারেল ফ্রন্ট নিয়ে এত কথা হচ্ছে তার মূল ভিত্তি কি সেটাই হয়তো এই নেতাদের জানা নেই। মূলত বিজেপি বিরোধিতা ও কংগ্রেসের আধিপত্য না মানা লক্ষ্যে মূলত গড়ে উঠতে চলেছে এই ধরনের পাঁচ মিশেলি জোট। যার গোড়াতেই রয়েছে ব্যাপক জট। আর এই ঘূণচক্করে ল্যাজে গোবরে অবস্থা হতে হবে দেশবাসীকে। সেটা মোটামুটি এখন থেকেই বেশ ভালো আন্দাজ করা যাচ্ছে। এখন বক্তব্য এর হাতে থেকে মুক্তির কি কোনও উপায় নেই। সত্যি কথা বলতে এখন তার উত্তরও হাতের সামনে প্রস্তুত নেই।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কিন্তু তাহা না করিয়া যদি পিতামাতা সর্বদা প্রথমে নিজেদের বিষয় ভাবেন তবে ফল এই হয় যে, পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে সম্বন্ধ দাঁড়ায় পাখি এবং তাহার ছানার সম্বন্ধের মতো। পাখির ছানাদের ডানা উঠিলে তাহারা আর বাপ–মাকে চিনিতে পারে না। সেই মানুষই বাস্তবিক ধন্য, যিনি নারীকে ভগবানের মাতৃভাবের। প্রতিমূর্তিরূপে দেখিতে সমর্থ। সেই নারীও ধন্য, যঁহার চক্ষে পুরুষ ভগবানের পিতৃভাবের প্রতীক। সেই সন্তানেরাও ধন্য, যাহারা তাহাদের পিতামাতাকে পৃথিবীতে প্রকাশিত ভগবানের সত্তারূপে দেখিতে সমর্থ।

উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়ঃ আমাদের হাতে যে কর্তব্য রহিয়াছে, তাহা অনুষ্ঠান করিয়া ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করা এবং ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া, যে পর্যন্ত না আমরা সেই সর্বোচ্চ অবস্থায় উপনীত হইতে পারি।

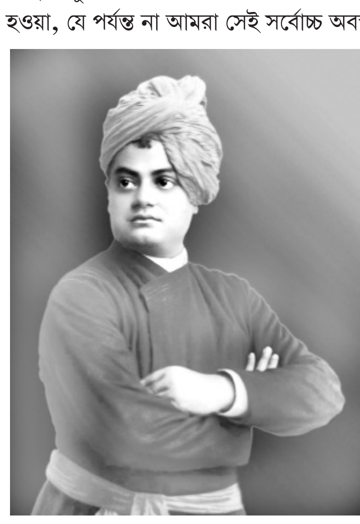

প্রত্যহ আবোলতাবোল বকে, এমন একজন অধ্যাপক অপেক্ষা যে মুচি সর্বাপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে একজোড়া শক্ত ও সুন্দর জুতা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে, সেই বড় অবশ্য তাহার নিজ ব্যবসার ও কার্যের দৃষ্টিতে।

এক যুবক সন্নাসী বনে গিয়া বহুকাল ধ্যান–ভজন ও যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যার পর একদিন এক বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার মস্তকে কতকগুলি শুষ্ক পত্র পড়িল। উপরের দিকে চাহিয়া তিনি দেখিলেন, একটি কাক ও একটি বক গাছের উপর লড়াই করিতেছে। ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ হইল।তিনি বলিলেন 'কি! তোরা আমার মাথায় শুষ্ক পত্র ফেলিতে সাহস করিস?' এই কথা বলিয়া ক্রোধে যেমন তাহাদের দিকে চাহিলেন, অমনি তাঁহার মস্তক হইতে একটি অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া পক্ষীগুলিকে ভস্ম করিয়া ফেলিল। যোগের দ্বারা তাঁহার এমনই শক্তি হইয়াছিল। তখন তাঁহার বড় আনন্দ হইল, নিজের এইরূপ শক্তির বিকাশে তিনি আনন্দে একরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, ভাবিলেন, একবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমি কাক, বগ ভস্ম করিতে পারি।

ফেসবুক বার্তা

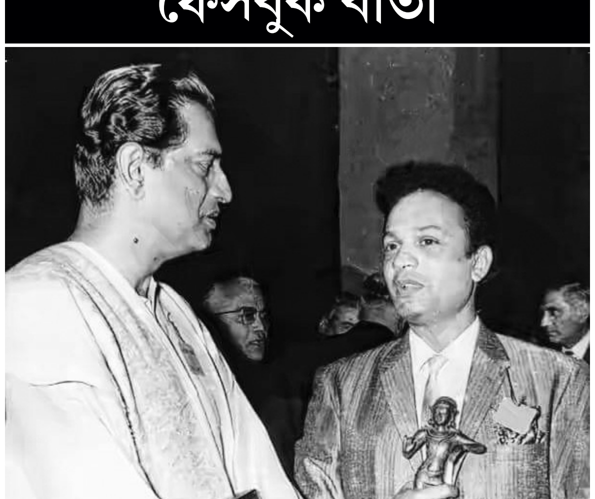

একই ফ্রেমে বাংলার দুই কিংবদন্তী।

মোদীর পরাজয়ে জনগণের জয় হবে কি?

নির্মল গোস্বামী

নরেন্দ্র মোদীর ক্যারিশমা শেষ। চালাকি দিয়ে কিছু দিনের জন্য কিছু লোককে বোকা বানানো যায়, কিন্তু সবলোককে দীর্ঘ দিন বোকা বানানো যায় না। বড় বড় কথা ভারতবাসী নরেন্দ্র মোদীর মুখ থেকে শুনে বিগলিত হয়েছিল। তাই তো এমন সুন্দর সুন্দর কথা অনেকদিন কোনও জননেতা বলেন নি। লোকটাকে বিশ্বাস করে ভোট দিয়েছিল। চার বছর গত হয়েছে। কাজের থেকে অকাজই বেশি করেছেন। কবি বলেছিলেন, 'আমাদের দেশে সেই ছেলে কবে হবে/কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে''/নরেন্দ্র মোদী কথায় বড়, কাজে নয়। মোদীর দোসর যোগীও সদ্য নির্বাচনী পরীক্ষায় ডাহা ফেল উত্তরপ্রদেশে। বিরোধীরা এক জোট হলে মোদী অ্যান্ড কোম্পানিকে হারানো সম্ভব সেই ব্যাখ্যা এবং যুক্তিতে এখন ভারতের বাতাস ভারি। এমনকি বিহারেও জেলবন্দি লালু–ম্যাজিকে বিজেপি–নীতিশ জোটও ধরাশায়ী। ফলে লালু অখিলেশ–মায়াবতীদের ক্ষমতার অলিন্দে ফেরার স্বপ্নটা মনে হয় আর অলীক নয়। সদ্য মানিক হারা সিপিএমের কৃষক সভা বিদর্ভ থেকে মুম্বই ৫৩ হাজার কৃষকের সকল পদ যাত্রার মাধ্যমে কৃষকের দাবি পূরণে রাজ্যে রাজ্যে বামশক্তিও হৃত গৌরব ফিরে পেতে আশান্বিত। রাজ্যসভার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এ রাজ্যে কংগ্রেস তৃণমূল আবার কাছাকাছি আসার ছবি পরিস্ফুট হয়েছে। ওদিকে সনিয়া গান্ধির বিরোধী নেতাদের নিয়ে ডিনার পার্টিও সফল। ফলে ২০১৯–এর লোকসভা কোট নিয়ে এখন থেকেই সরগরম ভারতের রাজনীতি। এই সব বিরোধী দলের কর্মী ও নেতাদের স্ফূর্তি আর দেখে কে? সমর্থক ভোটারও উজ্জীবিত ও উল্লসিত।

অনেক কিছু এক্স ফ্যাক্টর কে মেনে নিয়েও ২০১৯–এ ধরে নিলাম জোটের জয় হল। মোদী নামক দানবের করাল গ্রাস থেকে ভারত মুক্ত হল কিন্তু তাতে কী জনসাধারণের 'আচ্ছে দিন' ফিরে আসবে? বিরোধীরা তো আচ্ছে দিনের স্বপ্ন ফেরি করবে না। জোটের হাত ধরে কারা ক্ষমতায় আসবে। রাহুল, মায়াবতী, অখিলেশ, লালু–এরা তো সকলেই পরীক্ষিত 'ডিক্রেডিডেট ফোর্স'। সনিয়া কংগ্রেসের দশ

বছরের পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি আর মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদেই তো আগে পিছে না ভেসে স্বপ্ন কা সওদাগর মোদীকে মানুষ বিশ্বাস করে ছিল? মায়াবতী, মুলায়মপুত্র অখিলেশ–এর শাসন সম্পর্কে মানুষ অবহিত এবং বিরক্ত হয়েই এক বছর আগে বিজেপিকে উজাড় করে ভোট দিয়ে ছিল। নীতিশ–লালু জোট তো বিহারে বিজেপিকে হারিয়েই ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু লালুর ছেলে ক্ষমতায় ফিরতেই যে ভাবে রংদারী–র বাড়বাড়ন্ত হল, যেভাবে অপহরণ বাড়ল, খবরদারি বাড়ল নীতিশ বাধ্য হয়ে মনোভাব পাল্টে সুশাসনের জন্য বিজেপির হাত ধরল। বিজেপির দুর্বলতার ফাটল বেয়ে সেই তারাই আবার ক্ষমতায় ফিরবে। সেই থোড়–বড়ি–খাড়া—— খাড়া–বড়ি–থোড়। এনডিএ–র বদলে ইউপিএ। আবার ইউপিএ এর বদলে এনডিএ। এই শাসক পরিবর্তনের ধারার মধ্যেই কিন্তু আমজনতার দুর্দশা বাড়বে বই কমবে না। বছর বছর সরকারি চাকরিতে কর্মচারীর সংখ্যা কমবে। প্রতি বছর কোটি কোটি যুবক নতুন করে বেকার হবে। প্রতি বছরই মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। গ্রামের কৃষকরা ফসলের লাভজনক মূল্য না পেয়ে ঋণে জর্জরিত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেবে। সরকারি সংস্থাগুলি বেচে দেবে পুঁজিপতিদের হাতে। চিকিৎসার জন্য সেই বেসরকারি হাসপাতালে মানুষকে ছুটতে হবে এবং পরিবারের একজনের চিকিৎসা খরচ চালাতে সর্বশান্ত হতে হবে। কারণ সুপ্রিম কোর্ট যতই বলুক ১২৫ টাকার ইনজেকশনের দাম ৫১৪০ টাকা মূল্য ধরবে ওই সব প্রাইভেট হাসপাতালগুলো।

ভারতের বিভিন্ন বিচারালয়ে লক্ষ লক্ষ মামলার পাহাড় আরও জমবে। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশ অন্তঃসার শূন্য হবে। উল্টোদিকে আদানি–আম্বানিরা বিশ্বধনীদের তালিকায় শীর্ষস্থানে নাম তুলবে। পুঁজিপতিদের সম্পদ বৃদ্ধির রেশিও ক্রমশ বাড়বে। বোফর্স কামান বা র‍্যাফাল বিমান ক্রয়ের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির হাত থেকে রেহাই নেই। ভারতের খাজানা লুঠ করে এখনও পর্যন্ত ২১ জন বিদেশে পালিয়ে গিয়েছে। এদের সংখ্যাও বাড়বে বই কমবে না। ব্যাঙ্কের সুদ আর কোনও দিন বাড়বে না– কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি বেড়েই যাবে।

২০১৯–এ জোটের জয়ে সাধারণ ভারতবাসীর ইতর বিশেষ লাভ হবে না। তবে সুযোগ একটা আছে। যারা মোদীকে হারাবার জন্য কোমর কষছে তাদের কাছে জানতে হবে ভারতের বেকার সমস্যার সমাধানে তাদের কর্মসূচি কী? চপ বা পকোড়া ভেজে বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। এবং ফাঁকা প্রতিশ্রুতিতে ভুললে চলবে না। পরিষ্কার রূপরেখা জনগণের সামনে রাখতে হবে। কৃষকের সমস্যা শুধু ঋণ মকুব নয়। তাকে যাতে ঋণ নিতে না হয় তার ব্যবস্থা পাকা করতে হবে। কোনও দল ক্ষমতায় এলে বিচারালয় বাড়িয়ে এবং বিচারপতি নিয়োগ করে জনগণকে দ্রুত বিচার পরিষেবা পৌঁছে দেবে তা নির্দিষ্ট করে জানতে হবে।

কারণ গণতান্ত্রিক দেশে সময়ে বিচার পাওয়াটা তার অধিকার। সেইটুকু ব্যবস্থা যদি না করতে পারে তাহলে গণতন্ত্রের বড়াই কিসের? নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে কোনও অবস্থাতেই পেট্রোল ও ডিজেলের দাম আর বাড়বে না। খোলা বাজারের হাতে তুলে দিয়েছে এই জরুরি জ্বালানি। আন্তর্জাতিক বাজারে যা দর তাতে করে এখনও ৪০ টাকা দরে পেট্রোল বিক্রি করে যায়। পেট্রোল ডিজেলের উপর কোনও শুল্ক বসানো চলবে না। তাহলেই মূল্য বৃদ্ধি ১০% কমে যাবে। এই প্রতিশ্রুতি জোট পন্থীদের কাছ থেকে আদায় করে নিতে হবে। হাজার হাজার কোটি টাকার কর্পোরেট ট্যাক্স মুকুব করে পুঁজিপতি তোষণ করা চলবে না। ভারতের যে সমস্ত গুটি কয়েক পরিবার লাগামছাড়া সম্পত্তির মালিক তাদের কাছ থেকে ঠিকমতো কর আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। কোনও সরকারি সম্পত্তি বিক্রি করা চলবে না। তাকে লাভজনক করে গড়ে তুলতে হবে। সামরিক সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রে দর দাম করার অধিকার একমাত্র যৌথ সংসদীয় কমিটির হাতে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী বা প্রতিরক্ষামন্ত্রী দরদাম করতে পারবে না। তাহলেই দুর্নীতি কমবে। হাজার হাজার কোটি টাকা অপচয় বন্ধ হবে।

রাজ্য এবং কেন্দ্রে সমস্ত সরকারি দফতরে প্রয়োজন অনুযায়ী স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। জনসংখ্যার অনুপাতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসকের ব্যবস্থা করতে হবে। রাজ্যে রাজ্যে ব্রিটিশের তৈরি পুলিশ আইন বাতিল করে নতুন করে সংস্কার করতে হবে। এমএলএ–এমপি সহ প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতিদের মাহিনা ব্যতীত অন্য সকল সুযোগ সুবিধা বাতিল করতে হবে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে জয়ী নেতাদের যাতে ফিরিয়ে আনা যায় তার জন্য রাইট টু রিকল সংবিধানে নতুন সংশোধন করতে হবে। এই সব দাবি বিরোধী জোটকে যদি মানানো যায় তবেই জনগণের জয় বলা যাবে। নচেৎ যথা পূর্বং তথা পরং।

রহস্যময় জটার দেউল

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ পালযুগের ইটের তৈরি মিনারটির নাম জটার দেউল। জটাধারী শিবের নাম অনুসারে এই নামকরণ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মথুরাপুর ব্লকের মনি নদীর তীরে অবস্থিত জটার দেউল।কঙ্কনদিঘীর সন্নিকটে ১১৬নং লটে অবস্থিত ৩০.৪৮ মিটার উঁচু,৯.৩৭মিটার চারপাশে চওড়া টাওয়ারটি খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৫ অব্দে রাজা জয় চন্দ্র তৈরি করেছিলেন জটার দেউল।পরে পর্তুগীজ–মগ

চৈত্র মাসের শিবক্ষেত্র

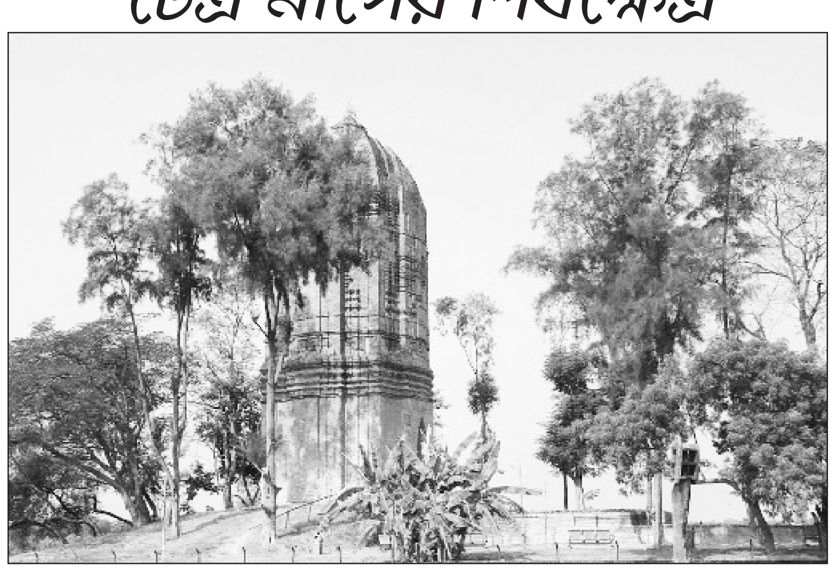

জলদস্যুরা টাওয়ার হিসাবে ব্যবহার করতো বলে অনেকেরই ধারনা। ১৮৬৮ সালে আবিষ্কৃত হয় রহস্যময় জটার দেউল। অনেকে এটিকে শিব মন্দির মনে করে পূজা–অর্চনা করেন। এই সৌধটির আশে পাশের মাটির তলা থেকে শুঙ্গ–কুষাণ,পর্তুগীজ যুগের মুদ্রা,হাতির দাঁত পাওয়া গিয়েছে।

কঙ্কনদিঘী থেকে ব্রাহ্মণ্য ও জৈন দেবদেবীর সঙ্গে বেশ কয়েকটি পাথরের বুদ্ধমূর্তি,তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবতা,ব্রোঞ্জের তৈরি মহাকাল,বটুক ভৈরব,জম্ভল,ষ।ক্ষরী লোকেশ্বর,কুরুকুল্লা,খাদিরবনি তারা,পোড়া মাটির তৈরি তারামূর্তি,বুদ্ধ মারিচি সহ প্রভৃতি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে।

নাথ যোগী সম্প্রদায়ের লোকজনেরাই এই মূর্তি গুলো পূজা করতেন।

পালযুগে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় শুরু হয় এবং বৌদ্ধধর্ম বাংলা ও বিহারে সংকুচিত হয়ে পড়ে। বৌদ্ধধর্মের মহাযান মতবাদ থেকে তিব্বতি তন্ত্র ও বাংলার তন্ত্রের প্রভাবে বজ্রযান,কালচক্রযান,শূন্যবাদ সহ নানান তান্ত্রিকঐতিহ্য সৃষ্টি হয়। নাথযোগীরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে সপ্তম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে তান্ত্রিক–বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব করেন। আবার ইতিহাসবিদরা মনে করেন সুনির্দিষ্ট ভাবে শুধু যোগী সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই লিঙ্গ মূর্তি গুলিকে সংযুক্ত না করে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধ ঘরানার এগুলি সংযুক্ত করা উচিত। এই সম্প্রদায়গুলি গুরুবাদী গুহ্য সাধনাচার সহজযান কিংবা সহজিয়াধর্ম নামে পরিচিত ছিল। তাদের সাংকেতিক ধর্মাচরণ চর্যাপদ সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে নাথযোগীরা এই সম্প্রদায়ভুক্ত সহজিয়া সাধক। আদিতে তাঁরা কেবলমাত্র লিঙ্গপূজা করতেন। পরে দেবপাল শাসনের উত্তরকালে যখন এই দেউল নির্মাণ হয় ততদিনে তান্ত্রিক অনুষঙ্গ অনুপ্রবেশ করেছিল এবং তার প্রভাবে লিঙ্গ–আলিঙ্গন মূর্তির প্রচলন ঘটে। ফারফল স্বরূপ জটার দেউলও লিঙ্গ যোনির প্রতীকি রূপদান ঘটেছিল।

রহস্যময় জটার দেউল সম্ভবত পাল যুগের শেষ পর্যায়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের তৈরি। পরে তাঁরা নাথযোগীতে রূপান্তরিত হয় যায় । বাংলার যোগী সম্প্রদায়ের একটি অংশ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ঘটিয়েছিল,আবার তাঁরাই একাদশ শতকের কাছাকাছি সময় শৈবধর্মে ফিরে এসে নাথধমের্র প্রবর্তন করে।ফলে জটার দেউল ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে যে ধর্মের অনুশীলন চলতো তা নাথধর্ম বিকশিত হওয়ার আগেকার ধর্ম ব্রজযান। লিঙ্গ–যোনি অনুষঙ্গ আসলে তন্ত্রসাধনার মূল কথা প্রজনন শক্তির প্রতীক। জটার দেউলে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধকেরা সেই বার্তাই ইঙ্গিতে শিল্পের ছন্দের মাধ্যমে দিতে চেয়েছিলেন। জটার দেউল মন্দিরের মূল উৎস লিঙ্গ মূর্তির পূজা। লিঙ্গ উর্ববতার প্রতীক হয়ে জটাধারী শিবের সাথে মিশে যায়। যার ফলে দেউল মন্দির প্রায়ই শিবমন্দির হতে দেখা যায়।

২০১১ সালের শেষ দিকে জটার দেউলের সামনে ক্রম অবতল ঢিবিটিতে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তরফে খনন কার্য শুরু হয়েছিল। ধীরে ধীরে একটি ইটের কাঠামো আত্মপ্রকাশ করে। আগে মনে করা হত দেউল সংলগ্ন কোনো নাটমন্দির বা জগমোহন ছিল না। কিন্তু কাঠামোটি আবিষ্কারের পর সেই ধারনা ভুল প্রমাণিত হয়। এখনও মনে করা হয় দেউলের সামনে ওড়িশার রেখ দেউলের বৈশিষ্টের মতো একটি জগমোহন ছিল। সেই জগমোহনের উপরের আচ্ছাদন ও স্তম্ভগুলি পড়ে গেছে। কালের নিয়মে যার ধ্বংসাবশেষ মাটির নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

মন্দির স্থাপত্যে ভারতের মানচিত্রে জটার দেউল বাংলার এক উল্লেখযোগ্য স্থান। বাংলায় নানান ভৌগলিক কারণে পাথর তেমন সুলভ না হওয়ার পোড়ানো ইট এখানে মন্দির সজ্জার অন্যতম উপকরণ হয়ে উঠেছিল। শুধুমাত্র বাংলাতে নয় সমগ্র ভারতবর্ষে ইটের তৈরি প্রাচীন দেউল খুবই কম আছে। এখানে প্রতিবছর বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মন্দির সংলগ্ন মেলা বসে। হয় ঘোড় দৌড়ও। এমন একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যময় রহস্যে ঘেরা পুরাকীর্তির ইতিহাস অনন্তকাল বহন করে চলেছে মনিনদী।

মাটি ফুঁড়ে উঠলো ত্রিশূল নামল ভক্তদের ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ চৈত্রমাসের শুরুতেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের দক্ষিণ পাঙ্গাশখালি গ্রামে মাটি ফুঁড়ে ত্রিশূল ওঠার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, সাক্ষাৎ ভগবান জটাধারী শিব এসে উপস্থিত হয়েছেন ক্যানিং থানার অন্তর্গত এই দক্ষিণ পাঙ্গাশখালি গ্রামে। মাটি ফুঁড়ে ওঠা এই ত্রিশূলকে ঘিরেই এখন পূজা–অর্চনার ধূম লেগেই রয়েছে ওই স্থানে। আর ভগবান শিবের দর্শন পেতে প্রতিদিন দূর–দুরান্তের বহু মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন এই গ্রামে।

ক্যানিং থানার দক্ষিণ পাঙাশখালি গ্রামের বাসিন্দা পেশায় দিনমজুর বনমালী সরদারের বাড়িতে স্ত্রী গীতা সরদার বাড়ির উঠানে ঘাস পরিস্কার করতে গিয়ে মাটিতে এই ত্রিশূলটিকে প্রথম দেখতে পান। প্রথমে মাটির উপরে সামান্য উঁচু হয়ে থাকলেও যত দিন যাচ্ছে ততই ওই ত্রিশূলটি বড় হচ্ছে বলে দাবি সরদার পরিবারের। ত্রিশূলটিকে তুলে না ফেলে বরং ওই জায়গাটিকে পরিষ্কার করে দেন তারা। দিনের পর দিন ত্রিশূলটিকে মাটির উপরে ঠেলে উঠতে দেখে অবাক হয়ে যান সকলে। সাক্ষাৎ ভগবান শিব এই বনমালী সরদারের বাড়িতে বিরাজ করছেন এই কথাও মুখে মুখে এক গ্রাম থেকে অন্য দূরদুরান্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। গত দুদিন ধরে ওই ত্রিশূলকে ঘিরে শুরু হয়েছে ধূম ধাম করে পূজাপাঠ। ভগবান শিবের এই ত্রিশূল দর্শন করতে তাই প্রতিদিন মানুষের ঢল নামছে এই গ্রামে। দক্ষিণা ও পড়ছে টুকটাক। এ বিষয়ে গীতা সরদার বলেন, আমি বাগানের ঘাস পরিস্কার করতে গেলে কিছু একটা আমার হাতে ফোটে। ওটা ত্রিশূল বলে প্রথমে বুঝতে পারিনি। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখি একটা ত্রিশূল মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠছে। আমাদের ধারনা ভগবান শিব আমাদের বাড়িতে অবস্থান করছেন। যদিও গ্রামের কেউ কেউ এটিকে বুজরুকি বলে দাবি করেছেন। তবে বিশ্বাস নিয়েই থাকতে চান ওই সরদার পরিবার। বর্তমানে রোদ–তাপের হাত থেকে বাঁচতে অলৌকিক জটাধারী শিবের ত্রিশূলের জন্য কাপড় ঘিরে সামান্য আচ্ছাদন করে রেখেছেন। এই ত্রিশূলটির স্থানে মন্দির তৈরিরও উদ্যোগ নিয়েছেন ওই সরদার পরিবার।

নতুনগ্রাম–অগ্রদ্বীপের শিল্পর চাহিদা বাড়ছে

খুশি কাষ্ঠখোদাই শিল্পীরা

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: এক টুকরো কাঠে বাটালির টুকটাক ঘা। আর তাতেই যেন প্রাণের স্পন্দন। শিল্পীর হাতের জাদুতে এভাবেই নির্জীব কাঠের টুকরোয় একের পর প্রাণ প্রতিষ্ঠা। পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীর নতুনগ্রাম ও সন্নিহিত কাটোয়ার অগ্রদ্বীপ এলাকার কাষ্ঠখোদাই শিল্পকর্মের কথা এখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সাফল্যের পিছনে শিল্পীদের কঠোর পরিশ্রম যেমন রয়েছে তেমন রাজ্য সরকারের নানান সহযোগিতাও অনস্বীকার্য। যেকারণে এখানকার শিল্পকর্মের সারাটা বছরই চাহিদা রয়েছে। শুধু আমাদের রাজ্যই নয়, ভিনরাজ্য এমনকী, বিদেশেও এখানকার শিল্পকর্মের চাহিদা বাড়ছে প্রতিনিয়তই। এছাড়াও কলকাতা, বারাসত, দুর্গাপুর, মুম্বই সহ বিভিন্ন জায়গায় দুর্গাপূজা, কালীপূজা সহ নানান উৎসবের মণ্ডপসজ্জায় এখানকার কাষ্ঠশিল্পকর্মের বাড়তি চাহিদাও থাকে। কাঠ খোদাই করে বিভিন্ন পুতুলের পাশাপাশি নানান দেবদেবীর মূর্তি যেমন তৈরি হয় তেমন বিভিন্ন সভ্যতার ইতিহাসও সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলতে দক্ষ এখানকার শিল্পীরা। এখন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আকর্ষণীয় নকশা সমৃদ্ধ নানান আসবাবপত্রও তৈরি করছেন কাষ্ঠখোদাই শিল্পীরা। তাই সারাটা বছর নতুনগ্রাম–অগ্রদ্বীপ এলাকার এই শিল্পীদের কদর রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেশ কয়েক বছর আগে কাষ্ঠখোদাই শিল্পের পুরোটারই দখল ছিল নতুনগ্রামের। সেই সময় এখানকার একাধিক শিল্পী এই কাজে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে সম্মানিত হয়েছিলেন। আগে এই শিল্পীদের নামের পদবী ছিল সূত্রধর। বর্তমানে শিল্পীদের নামের সঙ্গে ভাস্কর পদবী জুড়ে রয়েছে।

এরপর ধীরে ধীরে এই শিল্পকর্মের সঙ্গে পরিবারগুলির অনেকেই নিকটবর্তী অগ্রদ্বীপ স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বসতি গড়ে তুলেছেন। তাঁদের দাবি, নতুনগ্রাম থেকে বিভিন্ন দিকে যাতায়াতের ক্ষেত্রে আগে নানান অসুবিধা ছিল। তাই সেদিক থেকে অগ্রদ্বীপ স্টেশন সংলগ্ন এলাকা অনেক বেশি সুবিধাজনক। এখানেই দীর্ঘদিন ধরে কাষ্ঠখোদাই শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অক্ষয় ভাস্কর। বয়সে তরুণ হলেও পেশাগত দক্ষতা ও বর্তমান উদ্ভূত পরিস্থিতির দিক থেকে তিনি অনেক বেশি সচেতন। কোথায় কোন জিনিসের চাহিদা জনমানসে সাড়া জাগাতে পারবে, সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সঙ্গে এই শিল্পকর্মের উন্নতিতে কী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এগিয়ে যেতে হবে এসব নিয়েও অক্ষয়বাবুকে ভাবতে হয়। এবারে কলকাতার কালীঘাটে একটি প্রসিদ্ধ সর্বজনীন দুর্গাপূজার মণ্ডপসজ্জায় অক্ষয় ভাস্করের শিল্পকর্ম সাড়া জাগিয়েছিল। সেই অক্ষয়ের মুখেও এতদঞ্চলের কাষ্ঠখোদাই শিল্পকর্মের উন্নতির জন্য রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা শোনা গেল। অক্ষয়ের মতো এলাকার অনেক শিল্পীই নানান হস্তশিল্পকর্মের প্রসারে রাজ্য সরকারের সদর্থক ভূমিকার কথা একবাক্যে স্বীকার করে নিলেন। অক্ষয় ভাস্কর বলেন, আগে আমাদের এই শিল্পকর্মের এতটা কদর ছিল না। এখন বছরভর বিভিন্ন জায়গায় হস্তশিল্প সামগ্রীর মেলায় আমাদের ডাক পড়ছে। সেইসব মেলা থেকে আমাদের পরিচিতি বাইরে ছড়িয়ে পড়ায় আমরা অনেক সুবিধা পাচ্ছি। আর এসবের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা আমাদের করতেই হবে। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন হস্তশিল্পকর্মের পাশাপাশি শিল্পীদের সামগ্রিক উন্নতিতে যেভাবে চেষ্টা করে চলেছেন তাতে আমরা অভিভূত। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের এলাকার এই কাষ্ঠখোদাই শিল্পকর্মের আরও কদর বাড়বে।

বীরভূম

পরীক্ষাকেন্দ্রে কুমারী মা

অভীক মিত্র: বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০১৫ সালে রামপুরহাট থানার জয়সিংহপুর গ্রামের এক কিশোরীর সঙ্গে সহবাস করে স্থানীয় এক যুবক। গর্ভবতী হয়ে এক সন্তানের জন্ম দেয় ওই কিশোরী। কিন্তু যুবকটি বিয়ে করতে না চাওয়ায় পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়। অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হয়। ১৬ মার্চ সিউড়ি বিশেষ আদালতে বিচারক দীপেন্দ্রনাথ মিত্রের এজলাসে মামলার শুনানির জন্য সন্তানকে কোলে নিয়ে আদালতে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলো অভিযোগকারিনী কিশোরী। ওইদিন মাধ্যমিকের ভূগোল পরীক্ষা ছিলো। কিশোরীর পরীক্ষাকেন্দ্র ছিলো রামপুরহাটের একটা স্কুলে। বিচারককে পরীক্ষা দেবার কথা জানালে বিচারক একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে কিশোরীকে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দেন। বিচারকের নির্দেশে একটি ভাড়ার গাড়ি নিয়ে গ্রিন করিডর তৈরি করে পরীক্ষাকেন্দ্রে কিশোরীকে পৌছে দেয় সিউড়ি পুলিশ। বিচারকের ভূমিকায় খুশি কিশোরীর পরিবার। পরীক্ষা দিতে পেরে খুশি কিশোরীও।

ছাত্রের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভবানন্দপুর উচ্চবিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মেধাবী ছাত্র অরিজিত দাসের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ নলহাটি থানার গোটা নসিপুর গ্রাম। বাবা রঞ্জিত দাস হোমিপ্যাথিক চিকিৎসক এবং মা অঞ্জু দাস অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। ১১ মার্চ আচমকা জ্বর ও কোমরে হাল্কা ব্যাথা হয় অরিজিতের। অরিজিতকে ১৪ মার্চ রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় পরিজনেরা। কলকাতা 'রেফার' করে দিলে অ্যাম্বুলেন্স চালক অরিজিতকে বর্ধমান অন্নপূর্ণা নার্সিংহোমে ভর্তি করায়। কলকাতা নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে তাকে। তারপরেই ঝাঁপি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ে। অ্যাম্বুলেন্সে চিকিৎসকের বদলে উঠেছিলো এসি মেকানিক। অরিজিতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হয় এসি মেকানিক শেখ সরফরাজউদ্দিন এবং অ্যাম্বুলেন্স চালক তারাবাবু শাহ। ১৭ মার্চ শনিবার অরিজিতের দেহ আসে গ্রামে। তারপরে বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অসুস্থতা সত্ত্বেও মাধ্যমিকের প্রথম তিনটে পরীক্ষাও দিয়েছিলো অরিজিত দাস। টেস্টে ৯৬.২৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলো অরিজিত। রাজ্যের মেধাতালিকার প্রথম দশে থাকবে বলে আশা ছিলো অরিজিতের। তাকে ঘিরে মাধ্যমিকে ভালো ফলাফলের স্বপ্ন দেখছিলো অরিজিতের বিদ্যালয়। কিন্তু সেই স্বপ্ন মাঝপথেই তছনছ হয়ে গেলো।

রামনবমী : তৃণমূল বনাম বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি :আগামী রবিবার ২৫ মার্চ রামনবমী। এখন চলছে তারই শেষ মূহূর্তের প্রস্তুতি। বীরভূম জেলায় এইবছর তৃণমূল এবং বিজেপি–দুইদলই রামনবমী পালন করবে। রামনবমীর আগের দিন শনিবার ২৪ মার্চ রামপুরহাটে সম্প্রীতির মিছিলে উপস্থিত থাকবেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। সাঁইথিয়া, দুবরাজপুর,ভীমগড়, সিউড়ি, রামপুরহাট, নলহাটি রামমন্দির প্রাঙ্গন থেকে রামনবমীর দিন সকালে সুসজ্জিত শোভাযাত্রা বের হবে বলে জানা গিয়েছে। দুপুরে হবে প্রসাদ খাওয়ানো। ছোড়া থেকে রামনবমীর শোভাযাত্রা শুরু হবে। বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের হাত ধরে সূচিত হওয়া কড়িধ্যার রামনবমী এইবছর অষ্টমবর্ষে পর্দাপণ করবে। খাওয়ানো হবে প্রসাদ। গতবছর হনুমানজয়ন্তী পালনে অশান্তি ঘিরে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছিল বীরভূম। 'জয়শ্রীরাম' ধ্বনিতে রামনবমী মিছিল করবে গেরুয়া বাহিনী। কিন্তু তৃণমূল কোন ধ্বনিতে রামনবমীর মিছিল করবে? এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে জেলার অন্দরে। সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। এইবছর অস্ত্র ছাড়া রামনবমী মিছিল করবে বিজেপি। বিজেপিকে টেক্কা দিতে রামনবমী পালন করবে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই রামনবমীর শুভেচ্ছা, অনুষ্ঠানসূচি ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

ট্রাক্টর উল্টে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ মার্চ সকালে লাউজোড়ে ট্রাক্টর উল্টে মারা গেলো বিপদ বাউড়ি নামের এক যুবক। বাড়ি খয়রাডিহি গ্রামে। বিকালে সদাইপুর থানার পানুড়িয়া বাসস্ট্যান্ডের কাছে বাইক মারুতি সংঘর্ষে জখম হয় তিনজন। তারা সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সাঁইথিয়ায় গাড়ির ধাক্কায় মারা গেলো এনভিএফ কর্মী চাঁদ মহম্মদ। বাড়ি লোহাপুর গ্রামে।

নিম্নমানের খাবার বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিমা ও আনন্দসদন ছাত্রাবাসে নিম্নমানের খাবার দেওয়ার অভিযোগ উঠলো ক্যান্টিন ক্যাটারাদের বিরুদ্ধে। ১৬ই মার্চ বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সবুজকলি সেনকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠে যায়।

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার সকালে সিউড়ি থানার ভান্ডিরবন গ্রামে গাছের ডাল থেকে একটি অর্ধনগ্ন মৃতদেহ ঝুলতে দেখে গ্রামবাসীরা। পুলিশ ও দমকমকর্মীরা এসে মৃতদেহ গাছ থেকে নামায়। মৃতের পরিচয় জানা যায় নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ।

নিখোঁজ ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : রসায়ন পরীক্ষা দিতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেলো সিউড়ি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র সৈকত মজুমদার। বিদ্যালয়ে সেইদিন সৈকত পরীক্ষা দিতে যায় নি বলে জানায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। যা ঘিরেই তৈরি হয়েছে রহস্য। পরিবারের লোকজন বিস্মিত।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ মার্চ বান্দি গ্রামে মহাদেব এবং দামোদর অঙ্কুরের নেতৃত্বে একশোজন কর্মী বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলো। নবাগতদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেয় রাজনগর ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুকুমার সাধু। তৃণমূলে যোগ দিয়ে মহাদেব অঙ্কুর বলে, 'এই সরকারের উন্নয়ন দেখে আমরা আজ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলাম'। সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। আর তার আগেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ বলেই মত রাজনৈতিক মহলের।

রামপুর থেকে উদ্ধার নিষিদ্ধ ওষুধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আরপিএফকে সঙ্গে নিয়ে পাকুড় স্টেশন থেকে নজরদারি করে রবিবার সকালে রামপুরহাট স্টেশনে ডাউন বারানসি –শিয়ালদহ এক্সপ্রেস ট্রেনের লাগেজভ্যান থেকে তিনহাজার বোতল নিষিদ্ধ ওষুধ উদ্ধার করল রামপুরহাট আবগারি আধিকারিকরা। এইঘটনায় দুইজনকে আটক করা হয়েছে। নিষিদ্ধ ওষুধগুলি ওমরপুর হয়ে বাংলাদেশে পাচার করাই উদ্দেশ্য ছিল। এখন পুলিশের কব্জায়।

নারী দিবসে গণ জাগরণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জনতা দল (ইউ)এর রাজ্য কমিটি ভারত সভা হলে 'বিশ্বনারী দিবসের' অনুষ্ঠানে দলের 'জন জাগরণ কর্মসূচি' পালন করা হয়।জন জাগরণ কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে 'মদ মুক্ত বাংলা গড়ার ডাক' 'কন্যা ভ্রূণ হত্যা বন্ধ করা', পণপ্রথা এবং বাল্য বিবাহ বন্ধের জন্য আইনের কঠোর প্রয়োগ, মহিলাদের চাকুরিতে ৩৫% সংরক্ষণ এবং বিধানসভা এবং লোকসভায় মহিলাদের জন্য ৩৫% সংরক্ষণের দাবি এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য আইনের কঠোর প্রয়োগের দাবিতে জনমত সংগঠিত করার ডাক দেওয়া হয়।এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জনতা দল (ইউ) এর রাজ্য মহিলা শাখার নেত্রী মৌসুমি বিশ্বাস। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনতা দল (ইউ) এর রাজ্য সভাপতি অশোক দাস, রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সুভাষ সিং, শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়, রাম বচন, ডাঃ তরুণ বাগচি, কার্তিক সাহা, এম এম প্রসাদ, দীপঙ্কর হালদার সুশান্ত মণ্ডল, এস এন পান্ডে, সমরেন্দ্র কুমার, দূর্গাবতী সাউ, সুস্মিতা গুহ, বিবেক শুক্লা, বলাই বীরা প্রমুখ।

উদ্ধার তাজা বোমা, বাসন্তীতে দুই তৃণমূল গোষ্ঠীর চাপানউতোর

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ নতুন করে বোমা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়াল এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তীতে। বৃহস্পতিবার রাতে বাসন্তী থানার চাতরাখালি গ্রাম থেকে উদ্ধার হয় ২০টির বেশি তাজা বোমা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। বাসন্তী থানার ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের চাতরাখালি গ্রামের তৃণমূল নেতা সেলিম শেখের বাড়ি থেকে বৃহস্পতিবার রাতে এই বোমাগুলি উদ্ধার করে বাসন্তী থানার পুলিশ। শুক্রবার সকালে ওই সেলিম শেখের বাড়ির আশেপাশে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে নতুন করে আরও বেশ কয়েকটি বোমা উদ্ধার হয়। কিছু বোমা জলে চুবিয়ে নষ্ট করা হলেও এরমধ্যে কিছু বোমা যথেষ্ট শক্তিশালি থাকায় সেগুলি নষ্ট করতে বোম স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়। শুক্রবার দুপুর বারোটা নাগাদ বোম স্কোয়াড এসে সেগুলিকে মাঠের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে ফাটিয়ে নিস্ক্রিয় করে। তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে নতুন করে বোমা উদ্ধার হওয়ায় বাসন্তীর যুযুধান

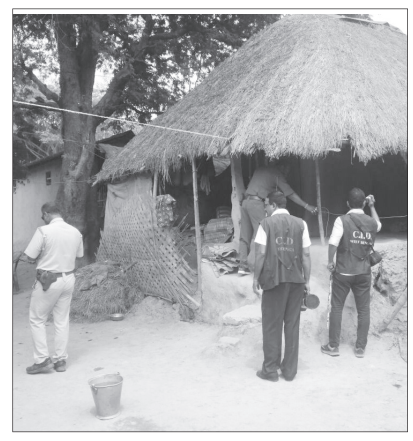

দুই তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীর মধ্যে শুরু হয়েছে চাপানউতোর।

গত মঙ্গলবার রাতে এই চাতরাখালি গ্রামেই পারিবারিক বিবাদ মেটাতে এসে আক্রান্ত হয়েছিলেন সাত পুলিশকর্মী। সেই ঘটনার পর থেকেই প্রতিদিন দোষীদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে সেই তল্লাশি অভিযানে এসেই স্থানীয় তৃণমূল নেতা সেলিম শেখের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় তাজা বোমা। কি কারনে এই বোমা মজুত করা হয়েছিল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও মঙ্গলবার রাতের গণ্ডগোলের পর থেকেই পলাতক সেলিম শেখ ও তার পরিবার। এলাকায় আতঙ্ক ছড়ানোর জন্যই এই বোমা মজুত করা হয়েছিল বলে দাবি স্থানীয়দের। এ বিষয়ে বাসন্তী ব্লকের যুব তৃণমূল নেতা আমানুল্লা লস্কর বলেন, সেলিম একজন সমাজ বিরোধী। ও তৃণমূলের কেউ নয়। এলাকায় সন্ত্রাস ছড়ানোর জন্যই বোমা মজুত করেছিল। পুলিশ তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতার করুক। অন্যদিকে এ বিষয়ে স্থানীয় গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান তথা এলাকার তৃণমূল নেতা আফতাব মোল্লা বলেন, সেলিম প্রথম দিন থেকেই তৃণমূলের সৈনিক, গত ২১ তারিখের গণ্ডগোলের পর থেকেই সে এলাকা ছাড়া। আমাদের এই কর্মীকে ফাঁসানোর জন্যই যুব তৃণমূল নামধারী সিপিএমরা ওর বাড়িতে বোমা রেখে এসেছে।

মানবিক পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পথ চলতি লোকের ভিড় পথের মাঝে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে বছর ৩০ এর এক যুবক। ঘটনাস্থল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার মাতলা ব্রিজ সংলগ্ন অটো স্ট্যান্ড। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে ক্যানিংয়ে। সাধারণ পথ চলিত মানুষ যে যার মতো গন্তব্যে যাওয়ার সময় উঁকি দিয়ে দেখে চলে যাচ্ছেন। দীর্ঘক্ষণ সংজ্ঞাহীন ভাবে রাজপথে পড়ে থাকা এক যুবক কে দেখে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন ক্যানিং থানার কর্তব্যরত সাব–ইন্সপেক্টর ইসারুল লস্কর। তিনি কোনও কিছুই না ভেবে অচৈতন্য যুবকটিকে রাস্তা থেকে তুলে এনে চিকিৎসা জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। দীর্ঘক্ষণ চিকিৎসার পর যুবরেক জ্ঞান ফেরে। পুলিশ জানিয়েছেন ওই যুবকের বাড়ি গোসাবা থানার আমলামেথী তে। এসআই ইসারুল লস্কর জানান, ওই যুবকের বাড়ির ঠিকানায় যোগাযোগ করা হয়েছে।অনেক রাত হওয়ায় খেয়া পারাপার বন্ধ থাকায় যুবকের বাড়ির লোকজন আসতে পারেননি। মঙ্গলবার সকালে বাড়ির লোকজন আসলে তাদের সাথে ওই যুবককে বাড়িতে পাঠানো হয়। পুলিশের এমন মানবিকতা দেখে পথচলতি মানুষ প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

মিনারেল ওয়াটারের জার ডায়েরিয়ার উৎস

প্রথম পাতার পর

ফুড সেফটি অ্যাক্ট অনুযায়ী প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার প্ল্যান্ট কোম্পানিকে অবশ্যই আইএসআই মার্ক এফএসএসএআই (ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া) সার্টিফিকেশন, 'এস ডব্লুআইডি'–র পারমিশন এবং কারখানাতে একটি ল্যাবরেটরি থাকতে হবে জলের মাইক্রো–বায়োলজিক্যাল এবং কেমিক্যাল টেস্টের জন্য। একজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট ও একজন কেমিস্ট থাকবে। যারা 'ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস' (বিআইএস) মান অনুযায়ী নিয়মিত এই টেস্টগুলি করে যাবে।

প্যাকেজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার বা মিনারেল ওয়াটার কেনার সময় ক্রেতারা কোন কোন বিষয় সচেতন থাকবে সে বিষয়ে সহ সভাপতি সুদীপবাবু বলেন, খুবই পরিষ্কার ভাবে বোতলের গায়ে থাকা স্টিকার বা লেবেলে আইএসআই ও এফএসএসএআই মার্ক এবং তারিখসহ ব্যাচ নম্বর, বোতল অবশ্যই সিল প্যাক হবে এবং ক্যাপের গায়ে কোম্পানির নাম লেখা থাকবে। আর ২০ লিটারের জার কেনার সময় জার স্টিকার এবং ক্যাপে সিল সহ তারিখ ও ব্যাচ নম্বরের প্রতি সচেতন থাকতে হবে। এবং বিগ ব্র্যান্ডের বোতল কিনতে হবে। স্মরণে রাখতে হবে এই ২০ লিটারের জারগুলিই কালোবাজারি কারবারে এগিয়ে রয়েছে। তুলনায় বোতলের জল অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ ওই বোতলগুলি তৈরি করা ছোটো ব্যবসায়ীদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু ২০ লিটারের স্টিকার লাগানো বিসলারি কোম্পানির জারে নন–আইএসআই কোম্পানিগুলি জল ভরে ক্যাপ লাগিয়ে বাজারে ছাড়ছে। আর ক্রেতারা অসচেতন হওয়ায় তা ব্যবহার করছে। ফলস্বরূপ, লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্র্যান্ডেড কোম্পানির ঘাড়ে দোষ পড়ছে। এ রাজ্যে বছরে ২০০–২৫০ কোটি টাকার মিনারেল ওয়াটার বিক্রির ব্যবসা চলছে। সুদীপবাবু বলেন, ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ (পুলিশ) থেকে রাজ্য সরকারকে গত চার বছর যাবৎ এই চার হাজারের অধিক নন–আইএসআই প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার কোম্পানিগুলির বিষয়ে সজাগ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে বোতল নকল করার সাহস দেখাচ্ছে ২০টি কোম্পানি। কিন্তু ২০ লিটারের জলের জার তৈরি করছে অন্তত ৫ হাজারের অধিক কোম্পানি। প্রসঙ্গত, অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সঞ্জীব নাগ বলেন, কলকাতা পুর এলাকায় আইএসআই মার্ক সার্টিফায়েড কোম্পানি আছে ১০টি কিন্তু উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতায় নন আইএসআই কোম্পানি আছে ২৫০–এর অধিক।

গুপ্তজমিদারদের গৌরবময় স্মৃতিচিহ্ন

প্রথম পাতার পর

এ পরিবারের সদস্যরা আজও দেশে–বিদেশে সুনামের সাথে কর্মক্ষেত্রে স্ব–মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। ১৯৯৩ ও ২০০২ সালে কালীনারায়ণ গুপ্তের তৃতীয় অধঃস্তন পুরুষ সুজিত গুপ্ত টাটা গ্রুপের আবাসিক পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি অফিসের কাজে ঢাকায় এসে তাঁর পূর্বপুরুষদের স্মৃতিবিজড়িত কাওরাইদ জমিদার বাড়ি বেড়িয়ে গিয়েছেন।

সে সময়ে তিনি তাঁর বংশধরদের সাম্প্রতিক পরিচয় প্রদান করেন বর্তমান ব্রাহ্মমন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক সবুজ কুমার দীপক পালের সাথে। তার বর্ণনামতে, সুজিত গুপ্তের স্ত্রী শীলা গুপ্তা টাটা আয়রন ওয়ার্কস'র নয়া দিল্লিস্থ আবাসিক পরিচালক হিসেবে কর্মরত। বংশধরদের মধ্যে যারা জীবিত সবাই গর্ববোধ করেন তাঁদের গৌরবময় বিস্তৃতির জন্য। আর তাদের বংশধর এবং আত্মীয়স্বজনরা সবাই দেশে ও বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুজিত গুপ্ত কাওরাইদ এসে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে, তিনি পরে যখন আসবেন তখন অবশ্যই তাদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতি অবলোকন করতে ভুলবেন না। তাদের পূর্ব–পুরুষের আদি নিবাস নরসিংদী জেলার পাঁচদোনা গ্রামেও যাবেন। কাওরাইদে গুপ্ত জমিদার পরিবারের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে স্থাপিত হয়েছে কাওরাইদ কে এন উচ্চ বিদ্যালয়। গুপ্ত পরিবারের বিখ্যাত ব্যক্তিদের স্মরণে মন্দির চত্বরে সতেরোটি স্মৃতি ফলক। স্মৃতিফলকে যাদের নাম রয়েছে তারা হলেন স্যার কেজি গুপ্ত, প্রসন্ন তারা গুপ্তা, কালীনারায়ণ গুপ্ত, অন্নদা সুন্দরী গুপ্তা, প্যারী মোহন গুপ্তা, গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্তা, বিনয় চন্দ্র গুপ্ত, হেমন্ত শশীগুপ্ত, সরলা সুন্দরী দেবী, বিমলা দাস, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, শশীভূষণ দত্ত, সরযূবালা সেন, মিরি কুমার সেন, হিমাংশু মোহন গুপ্ত, অতুল প্রসাদ সেন ও বিনোদ মণি গুপ্তা। স্মৃতিফলকগুলো মূল্যবান শ্বেতপাথরে নির্মিত।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় স্মৃতিফলক চত্বরে অতুল প্রসাদ সেনের স্মৃতিফলকে 'মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা' লেখা থাকায় পাকিস্তানির হানাদার বাহিনীর গুলিতে স্মৃতিস্তম্ভের কিছু অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরে ক্ষতিগ্রস্ত অংশটুকু পুনর্নির্মাণ করা হয়। গুপ্ত জমিদার আমলে কাওরাইদ রেলওয়ে স্টেশন থেকে বাঁধানো একটি রাস্তা জমিদার বাড়ি পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। রাস্তার দু'ধারে ছিল বাহারি ফুল, দেবদারু, বিটল পাম্প সহ বিরল প্রজাতির দেশি–বিদেশি গাছ।

ইতিহাসবিদদের মতে, গুপ্ত জমিদারি আমলে ময়মনসিংহ যাওয়ার পথে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উঠেছিলেন গুপ্ত জমিদারদের কাওরাইদের বাংলোতে। অল্প সময় অবস্থান করে তিনি আবার রওনা হন ময়মনসিংহের পথে– এমন তথ্য জানান ইতিহাসবিদ ও গবেষক ড. ফরিদ আহম্মদ। এই বাংলোর নয়নাভিরাম প্রাঙ্গণে বসেই সঙ্গীতজ্ঞ অতুল প্রসাদ রচনা করেছিলেন বহু বিখ্যাত গান।

তথ্যমতে, বিশ্ববিখ্যাত বহু গুণী জনের পদধূলি পড়েছে কাওরাইদ বাহ্মমন্দির অঙ্গনে। কাচারি বাড়ির প্রাঙ্গণে অসংখ্য ফুলের গাথের সমাহারে সুশোভিত ছিল, যা আজ কালের প্রবাহে বিলীন হয়ে গেছে। সুতিয়া নদীর সুনির্মল প্রবাহ ঘেঁষে এক সময়ের প্রমোদ উদ্যান মুখর ছিল বহু বরেণ্য ব্যক্তির পদচারণায়। কিন্তু আজ সবই বিস্মৃত গৌরব। বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর ঐতিহাসিক স্থাপনা ও স্থানসমূহ সংরক্ষণে নানা পদক্ষেপ নিলেও কাওরাইদের গুপ্ত জমিদারদের এই কাছারিবাড়ি ও স্মৃতিফলকগুলো এখনও অরক্ষিত।

বাংলাদেশের যে কোনও জায়গা থেকে অনুসন্ধানী গবেষক ও ভ্রমণপিয়াসীরা অনায়াসে আসতে পারেন কাওরাইদের গুপ্ত জমিদারদের কাছারি বাড়িতে। সড়কপথে ঢাকা থেকে জৈনাবাজার হয়ে বাসে বা যে কোনও যানবাহনে কাওরাইদে আসা যায়। রাজধানীর জিরো পয়েন্ট থেকে ঢাকা–ময়মনসিংহ মহাসড়ক হয়ে জৈনা বাজারের দূরত্ব ৫৯ কিলোমিটার। রেলপথে কমলাপুর থেকে কাওরাইদ স্টেশন নেমে পায়ে হেঁটে পর্যটকরা আসতে পারেন এ ঐতিহাসিক স্থানে। রেলপথে ঢাকার–কমলাপুর থেকে কাওরাইদের দূরত্ব ৭০ কিলোমিটার।

কাটোয়ায় তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধী,কাটোয়া: রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে। তাই সরকার পক্ষ তৃণমূল কংগ্রেসের পাশাপাশি বিরোধী দলগুলির মধ্যে কার্যত তৎপরতা তুঙ্গে। পিছিয়ে নেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন মা মাটি মানুষ–এর সরকারও। এই সরকারের নানাবিধ সাফল্য ও প্রকল্পের কথা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার জন্য ডিজিটাল মাধ্যমের পাশাপাশি বিভিন্নভাবে রাজ্যব্যাপী জোরদার প্রচারের কাজ শুরু হয়েছে। আর এই কাজটি সম্পন্ন হচ্ছে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায়। এই উপলক্ষ্যে গত ২১ মার্চ পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া শহরের সংস্কৃতি মঞ্চে তিনদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় এবং জেলা প্রশাসন ও কাটোয়া পুরসভার সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়ার বিধায়ক তথা পুরচেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দাঁইহাট পুরসভার চেয়ারম্যান শিশির মণ্ডল প্রমুখ। তিনদিনের এই অনুষ্ঠানে গান, নাচ, গীতি আলেখ্য প্রভৃতির আয়োজন ছিল। পাশাপাশি লোকগানের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের নানাবিধ প্রকল্পের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। এমনিতেই কাটোয়া তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সারাটা বছরই মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, খাদ্যসাথী, সবুজসাথী, মিশন বাংলা প্রভৃতি প্রকল্পের প্রচারকাজ চলে। বিভিন্ন প্রকল্পের পোস্টার, ব্যানার, ফ্লেক্স দিয়ে সুসজ্জিত একটি গাড়িতে চেপে স্থানীয় লোকশিল্পীরা বিভিন্ন এলাকায় যান। তাঁরা নাচ, গান ও অভিনয়ের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের নানাবিধ প্রকল্পের যেমন প্রচার করেন পাশাপাশি জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন বিষয়গুলিও সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন।

বাওয়ালিতে তৃণমূলের সম্মেলনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির সাউথ বাওয়ালি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস গত ১৮ ফেব্রুয়ারি উচ্চ বিদ্যালয়ে কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। এই সম্মেলনে প্রায় পাঁচ হাজার কর্মী সমর্থক উপস্থিত হয়েছিলেন। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক দেব, দিলীপ মণ্ডল, বজবজ–১ ও ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি শ্রীমন্ত বৈদ্য ও জসীম উদ্দিন মল্লিক, যুব সভাপতি তাপস চক্রবর্তী, মহিলা নেত্রী কণা দাস সাঁতরা,

কার্যকরী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, যুব নেতা শেখ বাপী, জেলা কৃষি সেলের সভাপতি ডাঃ তরুণ রায়, কানাই সাঁতরা প্রমুখ। সকল বক্তাই বলেন, সাউথ বাওয়ালি এলাকায় বিজেপির কোনও ঠাঁই নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নই আমাদের হাতিয়ার। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে আবার সাউথ বাওয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল বিরাজ করবে। এদিন সম্মেলনে মঙ্গল দাঁড় এলাকা থেকে সিপিএম ছেড়ে দেবাশিস নস্কর কয়েকশো কর্মী নিয়ে তৃণমূলে যোগদান করেন। তাঁর হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন বিধায়ক অশোক দেব। সম্মেলনে মা–মাটি–মানুষের গান পরিবেশন করেন শিল্পী কল্যাণ দাস।

লায়ন্স ক্লাবের স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৪ মার্চ লায়ন্স ক্লাব অব ইন্টার ন্যাশনাল–এর ব্রাঞ্চ বাখরাহাট লায়ন্স ক্লাব ডিস্ট্রিক্ট ৩২২১সি'র উদ্যোগে বাওয়ালি রথতলায় ভেড়িকেটকাখালি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিনা ব্যায়ে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই রক্তদান শিবিরে ৪৪ জন রক্তদান করে। ৫২ জন চক্ষু পরীক্ষা করান। তাদের মধ্যে ১৯ জনকে চোখে ছানি অপারেশানের জন্য নির্বাচিত করা হয়। সুন্দরবন স্যোশাল ডেভেলপমেন্ট হসপিটাল তাদের বিনা ব্যায়ে ছানি অপারেশন ও চশমা প্রদানের দায়িত্ব নেয়। অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা প্রায় শতাধিক মানুষের ব্লাড সুগার, ইসিজি, হিমোগ্লোবিন ব্লাড প্রেসার পরীক্ষা করা হয়। ওই দিন ক্লাবের জোনাল চেয়ারম্যান অনিতা দাস ও পিডিজি কমলেশ দাস ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। যাদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় উক্ত অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয় সেই স্থানীয় ক্লাব ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন ও বাখরাহাট লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি কাজল দত্তের ভূয়সী প্রশংসা করে কমলেশ দাস বলেন যে, আগামী দিনে এই অঞ্চলে আরও সমাজসেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করবে লায়ন্স ক্লাব।

ছাত্র–ছাত্রীদের জুতো প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের জুতো বিতরণ করা হল। মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের চুনাখালি ওয়েল ফেয়ার ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে ভাঙনখালি এলাকার বেশ কয়েটি স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীদের কে জুতো প্রদান করা হয়। সংস্থার অধিকর্তা বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা শিক্ষক আনোয়ার হোসেন মোল্লা জানান, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পিছিয়ে পড়া এলাকার অন্যতম সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লক। সেই বাসন্তী ব্লকের পিছিয়ে পড়া মানুষজনের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়ার জন্য স্কুলে যায় । অনেক ছাত্রছাত্রীর পরিবার অভাবের তাড়নায় বইখাতা কিনতে পারলেও তাদের অধিকাংশ ছেলে মেয়েরা খালি পায়ে যাতায়াত করে। তাতে করে অনেকে নানান ধরনের

রোগে আক্রান্ত হয়। যাতে করে সেইসব দরিদ্র শিশু ছাত্র ছাত্রীরা রোগে আক্রান্ত না হয় তার জন্যই আমাদের এই জুতো প্রদানের পরিকল্পনা।

এদিন জুতো প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবনের বিশিষ্ট কবি ও সমাজসেবী ফারুক আহমেদ সরদার। তিনি বলেন, এদিন কয়েকটি বিদ্যালয়ের প্রায় ৫০০ ছাত্র ছাত্রীদের জুতো প্রদান করা হয়েছে। আগামী দিনে সুন্দরবনের আরো বেশ কিছু বিদ্যালয়ে এমন কর্মসূচি নেওয়া হবে। এদিন কচিকাঁচারা নুতন জুতো পেয়ে আনন্দে মুখরিত।

সৌভ্রাতৃত্ব রাখাতে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : একদিকে রাজনৈতিক হানাহানি ,অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে যখন নানান ধরনের গুজবে মাতোয়ারা হয়ে মানুষ হিংস্র হয়ে দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে, শুরু হয় ধ্বংস লীলা। সেই মনুষ্যজাতি যাতে করে মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে না ফেলে মানব জাতির কল্যাণে কাজ করে এবং সৌভ্রাতৃত্ব বজায় থাকে তারই আহ্বানে ক্বোরআনিয়া মাদ্রাসা ও সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের উদ্যোগে রবিবার এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল বারুইপুরের বেতবেড়িয়ায়। এদিন রক্তদান শিবিরের ৩০জন মহিলা সহ ৭০ জন হিন্দু–মুসলিম সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কামরুজ্জামান সাহেব সহ বিশিষ্টরা। বশিষ্ট শিক্ষক তথা সমাজসেবী আনোয়ার হোসেন কাসেমী সাহেব বলেন, আমারা কে কোন জাতি সেটা বড় কথা নয়। রক্তের রং লাল। একজন মুমুর্ষ রোগীকে যখন রক্ত দেওয়া হয় তখন হিন্দু–মুসলিম দেখা হয় না। যার জন্য কাজী নজরুল ইসলাম বলে ছিলেন, মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু–মুসলমান। সেই সৌভ্রাতৃত্ব অক্ষুন্ন রাখতে আমাদের এই উদ্যোগ।

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ক্যানিং ১ নম্বর ব্লক সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পর পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, সমবায়, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও অন্যান্যদের নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে।

১) অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের জন্য ব্যবহৃত খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী গুদামজাত করা প্রকল্প স্তরে।

২) প্রকল্প স্তর হইতে কেন্দ্র স্তরে (ক) খাদ্যসামগ্রী পরিবহন (খ) অন্যান্য সামগ্রী/পরিবহন এবং কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রকল্পে খাদ্যদ্রব্য পরিবহন।

প্রযোজ্য শর্তাবলী ও বিশদ বিবরণ সহ দরপত্রে নিদর্শন এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশের দিন হইতে পরবর্তী ২১ দিন পর্যন্ত (ঐ দিন সরকারী ছুটির দিন হলে পরবর্তী কাজের দিন) সকল কাজের দিন বেলা ১২টা হইতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত বিনামূল্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় হইতে পাওয়া যাইবে।

স্বাক্ষর
Washim Raja Sardar
ক্যানিং–১–সুসংহত শিশু বিকাশ
সেবা প্রকল্পাধিকারিক
ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

৫৯৩(২)/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/২২.০৩.১৮

চাকরির টোপ দিয়ে গ্রেফতার ২

ভুয়ো সংস্থার সামনে দাঁড়িয়ে পুলিশের গাড়ি। –নিজস্ব চিত্র

পার্থ ঘোষ : উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন ব্লকে চাকরি দেওয়া হবে এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভুয়ো সংস্থা খোলে দুজন। একজন বনগাঁ আদালতের আইনজীবী মৃন্ময় বসু ও অন্যজন সংস্থার প্রধান রাজা মৈত্র। প্রতিবাদে বনগাঁ আদালতে কর্মবিরতিতে পালন করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে ই–ডিজিটাল কর্পোরেশন ও সেন্ট্রাল জুনিয়র সংস্থায় চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণা করেছে। ই ডিজিটাল 'ইন্ডিয়া উব্লিউবি' নামে ওই সংস্থা। অভিযোগ এই সংস্থাটি ২০১৭ সালে বিজ্ঞাপন দিয়ে ওয়েবসাইট খুলে ১৮০ টাকা করে নিয়ে ফর্ম ফিলাপের নামে লক্ষাধিক ছেলেমেয়েদের প্রতারিত করেছে। রবিবার ওই সংস্থার অফিস বনগাঁর সিকদার পল্লিতে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরীক্ষায় অসংগতি দেখে ছাত্রছাত্রীর থানায় অভিযোগ করে। অভিযোগের ভিত্তিতে আইনজীবী মৃন্ময় বসুকে গ্রেফতার করা হয়। পরে রাজাকেও গ্রেফতার করা হয়। প্রতিবাদে বনগাঁ আদালতে কর্মবিরতি ডাকা হয়। ধৃতদের পুলিশ হেফাজত হয়েছে।

বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ–এক বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মৃত বধূর নাম সোনালি নস্কর(২৫)। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার জীবনতলা থানার ঘুটিয়ারি শরিফ ফাঁড়ির অন্তর্গত হিড়েগা। গ্রামে। সোনালীকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে তার স্বামী মিঠুন নস্করের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ঘুটিয়ারি শরিফ ফাঁড়ির পুলিশ। বছর তিনেক আগে পেশায় মার্বেল মিস্ত্রি মিঠুন নস্করের সাথে দেখাশুনা করেই বিয়ে হয় সোনালীর। অভিযোগ বিয়ের পর থেকেই মিঠুন তার স্ত্রীর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করত। ঠিকমত কাজকর্ম না করলেও প্রায় প্রতিদিন মদ খেয়ে নেশা করে বাড়ি ফিরে অশান্তি করতো সে। এমনকি বারে বারে বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য চাপ দিত সোনালীকে। সোনালীর বাপের বাড়ির তরফ থেকেও এর আগে একাধিকবার টাকা পয়সা পাঠানো হয়েছিল মেয়ের কাছে।

গত তিনদিন আগে সোনালীর এক ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে নিজেদের বছর দুয়েকের কন্যা মনীষা নস্কর ও স্বামীকে সাথে নিয়ে বাপের বাড়ি যায় সোনালী। অভিযোগ সেখানে আকণ্ঠ মদ খেয়ে মাতলামি করছিল মিঠুন। যা এ বিষয়ে স্বামীকে সাবধানও করেছিল সোনালী। কিন্তু নিজে না শুধরিয়ে স্ত্রীকে ব্যবস্থা করার হুমকি দেয় অভিযুক্ত। এরপর শনিবার সন্ধ্যায় শ্বশুরবাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফেরে সোনালী ও মিঠুন। অভিযোগ বাড়িতে ফিরেই স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর করে খুন করে অভিযুক্ত স্বামী। এরপর দেহ ঘরের মধ্যে ঝুলিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়িতে ফোনে জানায় যে সোনালী আত্মহত্যা করেছে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। এ বিষয়ে স্বামীর বিরুদ্ধেই সোনালীকে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে মৃতার পরিবারের সদস্যরা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রের খবর এই গ্রামে এই ধরনের বধূ হত্যার ঘটনা নতুন নয়। এর আগেও ৬ বার বধূহত্যার ঘটনা এই গ্রামে ঘটেছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে যুব তৃণমূলের হাত ধরে মূল তৃণমূলের বিজয় পতাকা উড়বে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কুলতলিতে মূল তৃণমূলের স্থানীয় সমর্থকদের একাংশের বক্তব্য নস্যাৎ করে দিলো কুলতলির স্থানীয় বাসিন্দারা। কুলতলি তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি গোপাল মাঝির বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগের কথা তুলে ধরলো স্থানীয়রা তার ভিত্তিতে এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে যুব তৃণমূলের হাত না ধরলে পঞ্চায়েতে হার নিশ্চিত। কুলতলির জামতলা ট্রেকার স্ট্যান্ড থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ গোপাল মাঝির বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগের কথা তুলে ধরলো। তারা বলেন, গোপাল মাঝি একজন শিক্ষক, তিনি সামান্য কিছু বেতন পেয়ে কিভাবে ১৪ লক্ষ টাকার গাড়ি চড়েন? তাছাড়া কেউ যদি গাড়িটা দেয় তাহলে কিসের পরিপ্রেক্ষিতে গাড়ি দিয়েছে? বেকার যুবকদের সিভিক ভলেন্টিয়ারদের চাকরি দেবার নাম করে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করছে। একজন ব্যবসায়ীকে মদের দোকানে লাইসেন্সের টোপ দিয়ে বেশ কিছু টাকা নিয়েছে। আইএসডিসি প্রকল্পে স্কুলে চাকরি দেবার নাম করে টাকা নিয়েছে বিএলআরও অফিসে বর্গাদারের দালালি চলছে, সরকারি কাজে ঠিকাদারদের কাছ থেকে দালালি খাচ্ছে। পঞ্চায়েতে টিকিট দেওয়ার নাম করে প্রলোভন দেখাচ্ছে। শোনা যায় এর বিনিময়ে চুপিসারে টাকাও নিচ্ছে। এছাড়া রয়েছে দুটি পঞ্চায়েতের অনুন্নয়নেরর কথা। স্থানীয়

কুলতলী

বাসিন্দাদের ভুরি ভুরি অভিযোগ গোপাল মাঝির বিরুদ্ধে রয়েছে। এ ব্যাপারে গোপালবাবুকে বহু বার ফোন করা হয়েছিলো সত্য মিথ্যা যাচাই করার জন্য। কিন্তু তিনি একবারের জন্য ফোন ধরেননি। সুতরাং এই সব অভিযোগ যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে কুলতলির তৃণমুল যুব কংগ্রেসের সভাপতি গণেশ মন্ডলের হাত ধরে কুলতলির পঞ্চায়েতকে জয়ী করতে হবে। গণেশের সঙ্গী সাথীরা কেউ এমএ পাশ বা কেউ শিক্ষকতা করেন স্কুলে। বর্তমানে কুলতলি তে যুব তৃণমূলের দিকে পাল্লা ভারি। এছাড়া এলাকার মানুষের কথায় বোঝা গেলো গ্রামের পাকা বাড়ি থেকে মাটির বাড়ির যুবকরা বেড়িয়ে পড়েছে সংসদ ও সর্ব ভারতীয় তৃণমুলে যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক ব্যানার্জ্জীর ডাকে। হাজার হাজার যুবকরা যোগ দিচ্ছে যুব তৃণমূলে। কুলতলিতে অভিষেক বন্দোপাধ্যায় এবং মন্ত্রী ও মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের দুটি জনসভায় যে ভিড় হয়েছিলো জামতলা হাই স্কুলের মাঠে বহু মানুষ সেদিন সভায় ঢুকতে পারেনি। কিন্তু সেভাবে মূল তৃণমুল এর জনসভায় লোক টানতে পারেনি গোপাল মাঝি। অভিষেক বন্দোপাধ্যায় প্রথমেই মঞ্চে উঠে বলেন, আমি অভিভুত এই কুলতলির মাটিতে এতো জনসমাগম হবে ভাবতে পারিনি। সে দিন শুধু কালো মাথা দেখা গেছিলো। কারণ কুলতলি হোল বহু দিনের এসইউসি এবং সিপিএমের লালদূর্গ। এ সব কিছু কৃতিত্ব গণেশ মন্ডলের। সুতরাং নিন্দুকেরা নিন্দা করবে তা বলে হাল ছাড়বে না গণেশের দল।

দারিদ্রতার জন্য আত্মঘাতী বিড়ি শ্রমিক

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং ঃ এক বিড়ি শ্রমিকের আত্মহত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার ক্যানিং থানার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আমতলা গ্রামে। মৃতের নাম পরেশ মিস্ত্রি(৬৩)। মঙ্গলবার সকালে নিজের ঘর থেকেই পরেশবাবুর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই চিকিৎসার অভাবে ভুগছিলেন পরেশবাবু। সেই কারণে মানসিক অবসাদেই তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন বলে দাবি তাঁর নিকট আত্মীয়দের।

একদিকে বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত আর অন্যদিকে দিনের পর দিন বিড়ির তামাকের সংস্পর্শে থেকে থেকে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন বছর তেষট্টির পরেশ মিস্ত্রী। তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন কোনওমতে। একমাত্র ছেলে রোজগারের আশায় ভিন রাজ্যে চলে গিয়েছে। স্ত্রীকে নিয়ে কোনমতে এই বিড়ি বেঁধে দিন গুজরান করতেন পরেশ মিস্ত্রী। কিন্তু গত কয়েকমাস ধরে বিভিন্ন অসুখে ভুগছিলেন তিনি। ফলে ঠিকমত বিড়ি বাঁধার কাজও করতে পারছিলেন না। সংসারে দারিদ্রতা থাকার কারণে অর্থের অভাবে চিকিৎসাও করাতে পারেননি তিনি। সেই কারণে দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন ওই ব্যক্তি। সোমবার রাতে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়েও পড়েছিলেন।

কিন্তু মঙ্গলবার সকালে তাঁর স্ত্রী ঘুম থেকে উঠে দেখেন স্বামী বারান্দায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছেন। তড়িঘড়ি আশপাশের মানুষজনকে ডেকে পরেশ বাবুকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

নাবালিকা ধর্ষণে জেল ১০ বছরের

নিজস্ব প্রতিনিধি : বছর আটেকের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে পকসো আইনে অভিযুক্ত আমিরুল গায়েনকে দোষী সাবস্ত করল বারাসত আদালত। মঙ্গলবার অভিযুক্ত আমিরুল ওরফে বাপ্পাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। বুধবার সাজা ঘোষণার পাশাপাশি বিচারক দুলাল কর এক লক্ষ টাকার জরিমানার নির্দেশ দেন। জানা গিয়েছে, আমিরুল গায়েন (৩৫) বনগাঁ সাহাপাড়া এলাকায় বাস করতেন। এরপর বিবাহ বিচ্ছিন্না এক মহিলার সাথে তার পরিচয় হয়। সন্তান সহ ওই মহিলার সাথে এরপর বিবাহের প্রস্তাবও দেয় আমিরুল। এরপর আমিরুলের সাথে মেয়ে সহ বসবাস শুরু করেন ওই মহিলা। মহিলার অনুপস্থিতিতে আট বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করে সে ও প্রমাণিত হয় দোষী হিসাবে।

শোভন গুরুত্বহীন, সভাপতি কি শুভাশিস ?

কুনাল মালিক : আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার তৃণমূলের সাংগঠনিক ভিতকে মজবুত করতে রাজ্য তৃণমূল সভাপতি সুব্রত বক্সী গত বৃহস্পতিবার তৃণমূল ভবনে জেলার বিধায়ক ও সাংসদদের নিয়ে এক জরুরি সভা ডেকেছিলেন। সেই সভায় রাজ্য সভাপতি পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দেন, শোভন চট্টোপাধ্যায় জেলা তৃণমূলের সভাপতি থাকলেও, পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁর কোনও দায়িত্ব থাকবে না। সদ্য রাজ্যসভার প্রার্থী শুভাশিস চক্রবর্তীর সঙ্গে সমন্বয় রেখে অঞ্জন দাস, শক্তি মণ্ডল ও আবু তাহির সরদার ত্রিস্তর নির্বাচনের ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা নেবেন। সামগ্রিক বিষয়টি রাজ্য সভাপতি মনিটারিং করবেন। এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় জেলা সভাপতি, তিন দফতরের মন্ত্রী ও মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় অনুপস্থিত ছিলেন। রাজ্য সভাপতি অবশ্য জানিয়েছেন একমাত্র ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে পরিচালনা করবেন। বাসন্তীর গোষ্ঠী কোন্দল নিয়ে সভায় আলোচনা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে পৃথকভাবে অন্য দিন আলোচনা হবে।প্রসঙ্গত দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলের জেলা সভাপতি শোভন চট্টোপাধ্যায়ের জেলার সংগঠনের ব্যাপারে কোনও ভূমিকাই ছিল না। জেলার বিভিন্ন ব্লকে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল বাড়ায় তৃণমূল নেত্রীও যথেষ্ট বিরক্ত ছিলেন। তিনি চাইছিলেন জেলার সংগঠনকে মজবুত করতে। সূত্রের খবর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী সংগঠনের নতুন 'টিম' ঘোষণা করলেন। সূত্রের খবর পারিবারিক বিবাদে জর্জরিত কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর সেভাবে গুরুত্ব দিতে নারাজ। শীঘ্রই তাঁকে ছেটে ফেলা হতে পারে বলে খবর। পুরনো দিনে বাম আমলে শুভাশিস চক্রবর্তী যখন যুব তৃণমূলের সভাপতি ছিলেন, তখন অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি সংগঠনকে মজবুত ভিতের উপর দাঁড় করিয়েছিলেন। পরবর্তীর সময়ে তৃণমূল যখন সরকার এল, এমনকি জেলা পরিষদ তৃণমূলের দখলে এল তখন শুভাশিস চক্রবর্তী ব্রাত্যই থেকে যান। গত বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে আবার গুরুত্ব দিয়ে তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট করেন। সম্প্রতি তাঁকে রাজ্যসভার প্রার্থীও করেছেন। আগামী ২৩ মার্চ নির্বাচন। সূত্রের খবর রাজ্যসভার নির্বাচনের পর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার তৃণমূলের সভাপতি 'বদল' হতে চলেছে। সেক্ষেত্রে শুভাশিস চক্রবর্তী ওই পদে আসতে পারবেন।জেলার পুরনো দিনের অনেক তৃণমূল কর্মী–নেতা–নেত্রীরা শুভাশিস চক্রবর্তীর মতো দক্ষ সংগঠক ও অমায়িক নেতার পুনরুত্থানে অত্যন্ত খুশি।

কুন্দখালি গোদাবর পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা উন্নয়নে খুশি

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার: কুলতলির কুন্দখালিগোদাবর গ্রামপঞ্চায়েত–এর গ্রামের পথচলতি মানুষ স্বীকার করলেন ব্যাপক ভাবে কাজ হয়েছে এই গ্রাম পঞ্চায়েতে। কি কি কাজ হয়েছে প্রশ্ন করলে তারা বলেন, প্রচুর ডিপ টিউবওয়েল বসেছে যা আমাদের নিত্য প্রয়োজন। গ্রামের ভিতর শৌচাগার হয়েছে , বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা পাচ্ছি, গ্রামের অনেক ভিতর পর্যন্ত বিদ্যুত চলে গেছে , ঢালাই ও ইটের রাস্তা করে দিয়েছে আমাদের কুন্দখালি গোদাবর পঞ্চায়েতের প্রধান মোমেন আলি নস্কর। জিজ্ঞাসা করি তোমাদের পঞ্চায়েতটি কোথায়, হাত দিয়ে দেখায়। পঞ্চায়েতে গিয়ে দেখা করতেই মোমেন আলি হাসি মুখে বসতে বলেন। প্রশ্ন শুরু করি আপনাদের গ্রামের বেশ কিছু মানুষের কাছ থেকে জানতে পারলাম আপনি এখানে বহু উন্নয়নের কাজ করেছেন। তিনি বলেন, এনআরজিএস থেকে ২০০ রাস্তা হয়েছে, এর মধ্যে আছে ঢালাই ও ইটের রাস্তা, ৫৭টি টিউবওয়েল হয়েছে, এছাড়া বাংলা আবাস যোজনায় ৭০০ বাড়ি আমরা করে দিয়েছি। শৌচালয় হয়েছে ৩০০০, বার্ধক্য ভাতা ও বিধবা ভাতা ৪০০জনকে দেওয়া হয়েছে। এনআরজিএস থেকে দশটি মাঠ ভরাট হয়েছে, খাল সংস্কার হয়েছে ৪টি , সমব্যাথী প্রকল্প থেকে ৪০ জনকে ভাতা দেওয়া হয়েছে, নদী বাঁধ মেরামত করা হয়েছে।এক কথায় অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরিয়েছে কুন্দখালি গোদাবর গামপঞ্চায়েতের প্রধাণ মোমেন আলি নস্কর। কুন্দখালিগোদাবর পঞ্চায়েতের সদস্য গণেশ মন্ডল বলেন, এছাড়া আমরা কারো মেয়ের বিয়ে বা মারা গেলে অথবা অসুখ বিসুখের জন্য আলাদা করে আমাদের নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে সাহায্য

মহানগরে

কমিউনিটি কিচেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুস্থ শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষার অঙ্গনকে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টায় এক দশক পূর্বে বিদ্যালয়ে 'মিড ডে মিল প্রকল্প' চালু হয়। তবে তার সুষম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি এক অভিনব উদ্যোগ নিল। স্থানীয় বিধায়ক রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে দ্বারোদঘাটন হল 'রন্ধন কমিউনিটি কিচেনে'র।

সরসুনার মহান্তকুমার শিক্ষা নিকেতন প্রাঙ্গনস্থিত এই রন্ধনশালার দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রীসহ রাজ্যের শিক্ষা দফতরের কয়েকজন আধিকারিক ও সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রায় সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রধানরা। অন্যদিকে, বেহালার নতুনপাড়া বাসস্টপের অনতিদূরে বীরেন রায় রোডে (পশ্চিম) বাসুদেবপুরে একটি নতুন 'কমিউনিটি কিচেন সেন্টার' তৈরি করা হচ্ছে বলে জানান কলকাতা পুরসংস্থার শিক্ষা দফতরের মেয়র পারিষদ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়।

প্রায় ৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই সেন্টারটি তৈরি হচ্ছে বলে শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা জানান। মেয়র পারিষদ বলেন, এই নতুন কমিউনিটি কিচেন সেন্টার থেকে বেহালা পূর্ব–পশ্চিম এবং টালিগঞ্জ এলাকার শ'খানেক পুর বিদ্যালয়ে মিড ডে রান্না করে পাঠানো হবে। প্রসঙ্গত, বর্তমানে বাগবাজারে এবং গার্ডেনরিচের লালার মাঠে পুরসংস্থার দু'টি কমিউনিটি কিচেন চালু আছে। বাসুদেবপুরের সেন্টারটি চালু হলে পুরসংস্থার কমিউনিটি কিচেনের সংখ্যা দাঁড়াবে তিন।

উন্নত প্রযুক্তির ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শহরতলির যাত্রীসাধারণের ট্রেনযাত্রা সুগম করতে ২২ মার্চ ২০১৮ একটি উন্নত প্রযুক্তির ইএমইউ ট্রেন দক্ষিণ পূর্ব রেলের খড়্গপুর শাখায় চালু করা হয়।এস এন অগ্রাওয়াল, জেনারেল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে এবং কে আর কে রেড্ডি, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার খড়্গপুরের উপস্থিতিতে হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনটির শুভারম্ভ করেন দক্ষিণ পূর্ব রেলের বরিষ্ঠতম মোটরম্যান কামাল আহমেদ। ট্রেনটির বিশেষ সুবিধাগুলি হল– মহিলা যাত্রীদের সুবিধার্থে মহিলা কোচে সিসিটিভি ক্যামেরা, মহিলা কোচ এবং প্রতিবন্ধী কোচের বাইরে একটি করে নিরাপত্তা বোতাম, বায়ু চলাচল এবং আলোর উন্নত ব্যবস্থা, জিপিএস নিয়ন্ত্রিত যাত্রী সহায়তা ব্যবস্থা যা স্টেশন, পরবর্তী স্টেশন, নিরাপত্তা সম্বন্ধীয় সতর্কতা ইত্যাদি ঘোষণা করবে এবং ডিসপ্লে বোর্ডে দেখাবে, যাত্রী সহায়ক কোচের দরজা, উচ্চ প্রযুক্তি উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং কোচের সৌন্দর্যায়ন।

আগামী দিনে মোট ৬টি এই বিশেষ সুবিধাযুক্ত ইএমইউ রেক দক্ষিণ পূর্ব রেলের শহরতলি শাখায় চালু হবে বলে জানান কর্তারা।

পাট উৎপাদন নজর

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাট উৎপাদনের উন্নতির জন্য ভারত সরকার যে সব পদক্ষেপ নিয়েছে তা নিয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয় প্রেস ক্লাবে। ভারত সরকার প্রজেক্ট জুট নামে এক জুট আই কেয়ার, ন্যাশনাল জুট বোর্ড, জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া এবং রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর জুট অ্যান্ড অ্যালায়েড ফাইবার সংস্থাগুলিকে সঙ্গে নিয়ে ছোট এবং মাঝারি পাট উৎপাদনকারীদের সাহায্যার্থে যেসব পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া নিয়েছে তা হল ১০০ শতাংশ ভর্তুকি যুক্ত দানা পর্যাপ্ত পরিমানে জলের ব্যবস্থা সুষ্ঠ ভাবে কৃষকদের আই কেয়ার প্রজেক্টে নিযুক্ত করা। এছাড়াও তারা ব্যবস্থা করেছে কৃষকদের উন্নত পাট চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়ার। ইতিমধ্যেই ২ লক্ষের মতো পাট চাষি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই প্রকল্পের। প্রশিক্ষকদের দ্বারা প্রশিক্ষণ চলছে ব্লক ভিত্তিক। দেওয়া হচ্ছে উন্নত মানের পাট গাছের বীজ। উল্লেখযোগ্য এবছর কৃষকদের ৪০টাকা প্রতি কেজিতে বীজ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আরও যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর নজর দেওয়া হয়েছে সেটি হল 'মাল্টি রো সিড ড্রিল' অর্থাৎ উন্নতমানের বীজ বপন যন্ত্রের দ্বারা বপন করা হচ্ছে বীজ যা সময় এবং খাটনি দুইই লাঘব করছে। এছাড়াও রয়েছে 'সিঙ্গল হুইল জুট উইডার' এর দ্বারাও লাঘব হয়েছে শ্রমিকদের পরিশ্রম। এবছর মার্চ–এপ্রিল মাসে ৭৫০টি এরকম যন্ত্র বিনামূল্যে দেওয়া হবে কৃষকদের। সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর জুট অ্যান্ড অ্যালায়েড ফাইবার–এর তরফ থেকে 'সোনা' নামক এক প্রকল্পের দ্বারা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং অন্যান্য জিনিসের ওপর নজর রাখা হবে প্রকল্পের অধীনে থাকা কৃষকদের ওপর। এছাড়া এরা পাটের গুণমান যাচাই করবে। যা কৃষকদের পাট চাষে আরও উন্নত করে তুলবে বলে আশাবাদী কেন্দ্রীয় সরকার। –ছবি: উৎপল কুমার রায়

অবৈধ হোর্ডিং প্রতিরোধে পুর–অ্যাপ

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : কলকাতা পুর এলাকার সঙ্গে সর্বশেষ সংযুক্ত যথেষ্ট সংখ্যায় বহুতল ভবনে সমৃদ্ধ জোকার ১৪২, ১৪৩, ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ড এবং যাদবপুর এলাকার ১১ ও ১২ নম্বর বরোর ৭ আর ৭ মোট ১৪টি ওয়ার্ড (১০১ থেকে ১১৪ নম্বর ওয়ার্ড), গার্ডেনরিচ এলাকার কয়েকটি জংশন অঞ্চল আর পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই বেহালার ১৮টি ওয়ার্ডের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বাসস্ট্যান্ড, বাসস্টপ, রাজ্যের শাসকদলের পার্টি অফিস, পার্ক এলাকা, জলাশয়, বাজার এলাকা লক্ষ্য করলে দেখা যায় বহুতল যেমন তরতর করে বাড়ছে, হোর্ডিং–এর কাঠামো হরহর করে গজিয়ে উঠছে। হোর্ডিংটির নির্মাতা কারা বা কোন বিজ্ঞাপন সংস্থার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তা জানিয়ে কোনও বোর্ড ওই কাঠামোর গায়ে লাগানো আছে কী? তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও এই এলাকার হোর্ডিং–এর কাঠামোতে তা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু মূল কলকাতার (১০–১০০ নম্বর ওয়ার্ড) হোর্ডিং–এর কাঠামোর দিকে লক্ষ্য করুন ওই কাঠামোটি কাদের দায়িত্বে রয়েছে তা বুঝে নিতে পারবেন। কলকাতা পুর এলাকার সংযুক্ত ক্রমোন্নত বহুতল সমৃদ্ধ এই সমস্ত এলাকা হোর্ডিং থেকে পুরসংস্থার কোষাগারে কোনও বিজ্ঞাপন বাবদ কর তো ঢোকেই না অথচ তাদের অর্থ ব্যয়ে অ্যাসফল্টের রাস্তা, এলইডি আলো, সায়েন্টিফিক কম্প্যাক্টরের দ্বারা জঞ্জাল সাফাই, পেভার ব্লকের ঢাকা রংবেরংয়ের ফুটপাথ তৈরিতে কোটি কোটি টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে পুর কোষাগার থেকে। এই সমস্ত কিছু লক্ষ্য করে বেআইনি হোর্ডিং ব্যবসা রুখতে 'অ্যাপ' আনছে কলকাতা পুরসংস্থার বিজ্ঞাপন দফতর।

পুর নথিভুক্ত হোডিং কাঠামো সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য এই অ্যাপে দেওয়া থাকবে। যাতে বিজ্ঞাপন দফতরের ইন্সপেক্টরদের পাশাপাশি এ বিষয়ে সচেতন পুরবাসীরাও বুঝে নিতে পারবেন সংশ্লিষ্ট রাস্তায় কোন হোর্ডিং কাঠামো বৈধ আর কোন হোর্ডিং কাঠামোটি স্থানীয় দাদাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সম্প্রতি এ বিষয়টি নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন পুর বিজ্ঞাপন দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। ২০১৮–'১৯ অর্থবর্ষে বিজ্ঞাপন দফতরের আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ৩৩.৭৬ কোটি টাকা। ২০১৭–'১৮ অর্থবর্ষে এই দফতরের আদায় হয়েছে ২৫.২৭ কোটি টাকা। পুর প্রশাসন

পঞ্চায়েত নির্বাচন সন্ত্রাসমুক্ত করা নিয়ে বিদ্বজনেরা কি ভাবছেন?

সব্যসাচী সান্যাল : ত্রিপুরা বিধানসভা ও উত্তরপূর্বের অন্যান্য রাজ্যের ভোটে অপ্রত্যাশিত ফলাফলে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে উপনির্বাচনগুলিতে বিজেপির রাজনৈতিক প্রভাব বাড়বে আশা করা গিয়েছিল।কিন্তু সাম্প্রতিক ভোটের ময়দানে উত্তরপ্রদেশের ও বিহারের বিরোধীদলগুলির সম্মিলিত জোট প্রার্থীর কাছে বিজেপির সাময়িক পরাজয়ে আঞ্চলিকদলগুলি বিশেষ করে এই রাজ্যের তৃণমূলদলের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।ইতিমধ্যে তেলেঙ্গনার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও অন্ধ্র থেকে উড়ে এসে কংগ্রেস ও বিজেপি দলকে বাদ দিয়ে জাতীয় স্তরে ফেডারেল ফ্রন্ট গঠনের সম্ভাবনা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আলোচনা করে গেলেন।সর্বভারতীয় স্বীকৃত দলকে বাদ দিয়ে বিষয়টা কতটা বাস্তব তা ভাবা দরকার।

দেশের আঞ্চলিক দলগুলি বিশেষ করে সপা,বিএসপি,এআইডিএমকে,তৃণমূলদলের কংগ্রেস ও বিজেপির মতো সর্বভারতীয় দলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার সুযোগসন্ধানী রাজনৈতিক অবস্থান সর্বজনবিদিত। যেহেতু আগামী ২০১৯ সালে অন্যান্য রাজ্যে বিজেপির লোকসভা আসন কমতে পারে এবং তৃণমূলদল যাতে অন্যান্য রাজ্যে ঘনঘন যাতায়াত করে আঞ্চলিক দলগুলোর হয়ে ফেডারেল ফ্রন্টের নেতৃত্ব দিতে না পারে তার জন্য এই রাজ্যের নানা ইস্যুতে আর হিন্দুত্বের ধ্বজা তুলে রাজ্য জুড়ে উৎসাহভরে রামনবমীকে কেন্দ্র করে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতি সারছে বিজেপি। দলের রাজ্য নেতৃত্ব এই মর্মে জেলা জুড়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সঙ্ঘের পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজ্যের জনগণের কাছে সংগঠনিক শক্তির পরিচয় দেবার চেষ্টা করবে।রাজ্যের ৪২ টি লোকসভার আসন,সেখানে রাজনৈতিক প্রভাব বাড়িয়ে বেশ কিছু লোকসভা আসন দখল করা বিজেপির এখন পাখির চোখ।

তা না হলে ২০১৯ সালে বিজেপির পক্ষে পুনরায় ক্ষমতায় ফেরা মুস্কিল হবে।রাজনৈতিক চালচিত্র ক্ষণে ক্ষণে পাল্টে যায়।আজকাল মানুষ কোন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করছে তা মুখে প্রকাশ করে না। কিন্তু অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ কাজে লাগায়,ঠিক যেমনটা হয়েছে ত্রিপুরায়।যদিও সেটা পশ্চিমবঙ্গে এখনই সম্ভব নয়,বিশেষ করে এই রাজ্যে একটা ভিন্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতি আছে। যেখানে জনগন সহজে পালা বদল চায় না। যাতে রাজ্যে বসবাস করা মানুষের শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে।এর ফলস্বরূপ বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসন যা এখন অতীত এবং অধুনা তৃণমূল দলের রাজ্য পরিচালনা ও নানা দুর্নীতি,পুলিশ প্রশাসনের মাত্রা ছাড়া অনুশাসন,আইন শৃঙ্খলার অবনতি,ব্যাপক দুর্নীতি,দলবাজী গোষ্ঠী সংর্ঘষের ঘটনা। তাও তৃণমূল দলের এই রাজ্যে রাজনৈতিক প্রভাব অক্ষুন্ন আছে।এর ওপর আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ক্যারিশমা,উন্নয়নের নানা ফিরিস্তি দিয়ে সংবাদ মাধ্যমে প্রচার এবং জেলায় প্রশাসনিক সভার মাধ্যমে ব্যাপক জনসংযোগের এক ধরণের রাজনৈতিক ঘরানা বঙ্গে চালু হয়েছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংগঠনিক ক্ষমতা,মানুষের কাছে চলে যাওয়ার অসাধারণ দক্ষতা এবং সহজ,সরল জীবনযাপন এবং জেলায় প্রশাসনিক সভায় উন্নয়ন নিয়ে টি ভি চ্যানেলের মাধ্যমে মানুষের কাছে সরাসরি প্রচারের ব্যবস্থা করে নিজের ঐকান্তিক কাজের ইচ্ছার বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছেন।রাজ্যের বিরোধী দলগুলি এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করে গেছে কিন্তু তৃণমূলের বিকল্প হিসাবে মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে তুলতে পারেনি।বঙ্গের বিজেপি দলকে এই বিষয়টা বুঝতে হবে। তা নাহলে মানুষের ক্ষোভকে গণআন্দোলনে রূপান্তরিত করে আগামীদিনে এই রাজ্যে ভোটে জেতা সহজ হবে না। বিশেষ করে জমি আন্দোলনের মত জ্বলন্ত ইস্যু এখন আর এই রাজ্যে নেই। বিজেপি দল ত্রিপুরা জয়ের পর এই রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভাল ফলের আশা করলেও বাস্তব পরিস্থিতি তা বলছে না। এর মূল কারণে রাজ্যের পরিচিত বুদ্ধিজীবীরা তৃণমূলের নানা অগণতান্ত্রিক কাজের সক্রিয় বিরোধিতা করে রাস্তায় নামেনি। যেটা ২০০৮ সালে জমি আন্দোলনের সময় বাম জমানার বিরুদ্ধে কবি,নাট্যকার,সাংস্কৃতিক কর্মী এবং বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত বিদ্বজনেরা পথে নেমেছিলেন ও মানুষের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে বামযুগের পতন ঘটেছিল। যদিও তাদের মধ্যে অনেকে এখন নানারকম সুযোগ সুবিধা নিয়ে তৃণমূলপন্থী বুদ্ধিজীবী বলে রাজ্যে পরিচিত হয়ে পড়েছে।সব রাজ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন হচ্ছে।কোথাও বুথ দখল ছাপ্পা ভোটের নজির নেই।বড় বড় দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে পাতাজুড়ে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে রাজ্যের উন্নতির প্রচার হচ্ছে।তাছাড়া বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প যেমন প্রধানমন্ত্রী যোজনা আবাসন প্রকল্প,প্রধানমন্ত্রী এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন কর্মসূচি (পি এম ইজিপি),পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশলযোজনা,মহাত্মা গান্ধি ন্যাশানাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম এর মত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাগুলি রাজ্যে প্রশসনিক স্তরে যথাযথ প্রয়োগের ফলে ২০১৫–২০১৬ আর্থিক বছরে রাজ্যের বেকারত্বের হার কমে দাঁড়িয়েছে ৩.৬ শতাংশ।এর সম্পূর্ণ সুফল পঞ্চায়েত স্তরে তৃণমূলদলের পক্ষে যাওয়া সম্ভব কেননা পঞ্চায়েত স্তরে তৃণমূলদল একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করে আছে। একছত্র সংখ্যালঘু মুসলিম ভোট আর বিরোধী ভোটের ভাগাভাগির সুযোগ থাকা সত্বেও পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় পুলিশপ্রশাসন ও তৃণমূলের ক্যাডারবাহিনীকে দিয়ে অগণতান্ত্রিক পথে পঞ্চায়েত স্তরে জেতার জন্য তৃণমূল দল যেন মরিয়া না হয়ে উঠে এবং সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে যে যার গনতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে এই বিষয়ে রাজ্যের বিদ্বজনদের ভাবা দরকার এবং পড়লে পথে নামা প্রয়োজন।

মাঙ্গলিকী

বরিশা ‘সমীর গুহ ঠাকুরতা’ জাদু আড্ডায় রণ চ্যাটবার্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রণ চ্যাটবার্ন। বয়স ৮৫। ইংরাজি সাহিত্য সমৃদ্ধ সৌখিন জাদুকর রণ এই নিয়ে ৬ বার কলকাতায় এলেন জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে পত্র বন্ধুত্বের পর থেকে (২০০৫)। প্রতিবারই কলকাতায় এলে তিনি বরিশা জাদু আড্ডায় যাবেনই যাবেন। এবারেও গেলেন (১৪.১.১৮) তবে মন ভারাক্রান্ত, তাঁর কারণ এবার আড্ডায় গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারলেন না তাঁর প্রাণের বন্ধু ‘সমীর’কে... গভীর সমবেদনা জানালেন শ্রীমতী গুহ ঠাকুরতাকে; বললেন, ‘সমীর’ সামনে নেই। কিন্তু এই জাদু আড্ডায় সব সময়ে থাকবেন... এদিন আড্ডা শুরু হওয়ার আগে রণের জন্য নেতাজিকে নিয়ে তাঁর বোনের লেখা ও সুর সংযোজিত গান শোনালেন সমীর গুহ ঠাকুরতার ভাই অসীম গুহঠাকুরতা (স্বসুরাপিত)। শোনালেন দাদাকে স্মরণ করে আরও কয়েকটি গান (‘মুছে যাওয়া দিনগুলি’ প্রভৃতি)।

আড্ডা শুরু হল সঞ্চালক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাগত ভাষণে। সমীর গুহ ঠাকুরতাকে স্মরণ করলেন তাঁর ভাষণে। তারপর সবাই উঠে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করলেন সমীরের জ্যোর্তিময় আত্মাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে। এদিন আড্ডায় এসেছিলেন সঙ্গীত শিল্পী মায়াবালা ঠাকুর। উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসাবে পরিবেশন করলেন দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত (‘মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে’ ও ‘আমায় যে সব দিতে হবে’)। এরপর শ্রীমতী গুহঠাকুরতার হাতে সদ্য অনুষ্ঠিত হাওড়া ম্যাজিক সার্কলের সারণী তুলে দিলেন সঞ্চালক— এই সারণীতে আছে সমীর গুহঠাকুরতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বরিশা জাদু আড্ডার তরফে প্রকাশিত এক শ্রদ্ধার্ঘ্য।

এরপর রণ চ্যাটবার্নের হাতে বিশেষ স্মারক ‘স্ট্রিট ম্যাজিসিয়ানস অব কোলকাতা’ ল্যামিনেটেড চিত্রণ তুলে দিলেন বরিষ্ঠ জাদুকর ভি এম ঘোষ। অতঃপর বৈঠকী ও স্ট্যান্ড আপ জাদু প্রদর্শনী শুরু হল। হরেকরকমবা জাদু দেখালেন খুদে জাদুকর সূর্য, জাদুকর সুরজিত, ভি এম ঘোষ, গোরা দত্ত (আড্ডার রেসিডেন্ট লেকচারার), অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। জাদুর মধ্যে আড্ডায় বিশেষ আমন্ত্রিত বরিষ্ঠ কবি কৃষ্ণপদ বালা ঠাকুর শোনালেন কিছু স্বরচিত ‘জীবনের জাদু’ সমৃদ্ধ কবিতা (‘সেই দশখানা গ্রাম’ ও আরও একটি কবিতা)– জাদু আড্ডা হল আরও ‘জাদুময়’... আড্ডার সাথে চলল ‘আড্ডা জননী’ শ্রীমতী গুহঠাকুরতার ব্যবস্থাপনায় ‘চা পান’, যেন ‘ওয়াটার অব ইন্ডিয়া’র ম্যাজিক... অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখালেন বিগত দিনের কিছু বরিশা জাদু আড্ডার ছবি, সব ছবিতেই উপস্থিত উজ্জ্বল হাসিমুখে সমীর গুহ ঠাকুরতা– ‘তখন কে বলে গো এই সন্ধ্যায় নেই তুমি’

সংযোজন : এদিন আড্ডায় যাঁর অনুপস্থিতি সবাই অনুভব করলেন তিনি হলেন আড্ডার সাম্মানিক সম্পাদক জাদুকর সতীপ্রসাদ সরকার– ‘সতীদা, আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন– আড্ডায় নিয়মিত আপনাকে আসতে হবে তো?’

আরও : মায়াবালা ঠাকুরের গান দিয়ে আড্ডার সমাপ্তি টানা হল। শিল্পী এক ফাঁকে ইংরাজিতে লেখা তাঁর নববর্ষের শুভেচ্ছা বার্তা তুলে দিলেন রণ চ্যাটাবার্নের হাতে— এই হল ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ সৌজন্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন...

কথায়–কবিতা– গানে কিছুক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ ২০ মার্চ ২০১৮ মঙ্গলবার বিড়লা আকাদেমি সভাগৃহে নববর্ষ উদযাপন সমিতির আহ্বানে উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক থেকে রাজনীতির জগতের দিকপালেরা। গত দু’বছর ধরে তারা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চলেছে। এবছরেও বছরের শেষ মাস চৈত্রমাসে বৈশাখীকে স্বাগত জানাতে বসেছিল এই আসর। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শ্যামল বণিক অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে।

এরপর একে একে অতিথিদের মঞ্চে আহ্বান করেন সংস্থার সভাপতি সোমদেব ব্যানার্জী, কার্যকরী সভাপতি সমীর ব্যানার্জী। মঞ্চ আলোকিত করেন বিভিন্ন জগতের ব্যক্তিত্বরা। সভার মধ্যমণি হিসেবে ছিলেন বর্ষীয়ান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সত্যব্রত মুখার্জী অর্থাৎ জুলুবাবু। অতিথি এবং সদস্যরা মিলে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান। এরপর ঝুমুর চৌধুরি ও ইন্দ্রানী সেনগুপ্ত বন্দেমাতরমের সঙ্গে গলা মেলান প্রেক্ষাগৃহের সকলে।

এরপর একে একে অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয়। সবাই তাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ , বৈজ্ঞানিক ডঃ জিষ্ণু বসুর বক্তব্য সকলকে মুগ্ধ করে। পিলু ভট্টাচার্যর মজাদার গান এই সন্ধ্যায় নতুন বছরকে আহ্বান করে। স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পী আরতী মুখার্জীর রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং ক্ল্যাসিক্যাল গান সবাইকে মনে করিয়ে দেয় কিংবদন্তী শিল্পীর ক্যারিস্মা। অনুষ্ঠানের প্রায় শেষের দিকে এসে উপস্থিত হন বর্তমানে রাজনীতির এক শক্তিশালী মুখ বিজেপি নেতা মুকুল রায়। তিনি ক্রিকেট খেলার আদলে তার বক্তব্যতে ছক্কা হাঁকান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুমন গুপ্ত, রূপা ভট্টাচার্য, শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, সত্যব্রত গাঙ্গুলি সহ অন্যান্যরা। কবিতা ও সঙ্গীতে ছিলেন ডঃ রুবি সাঁই, অধ্যাপিকা বিথিকা মণ্ডল, শিবশঙ্কর চক্রবর্তী, মঞ্জু রায় ব্যানার্জি, কলকাতা মেট্রোরেলের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার প্রত্যুষ কুমার ঘোষ, শতাব্দী ব্যানার্জিসহ অন্যান্যরা। তবলায় সঙ্গত করেন কমল কুমার দে। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্ররাজ চ্যাটার্জী বলেন, প্রত্যেক বছরের মতো এবছরেও আমরা নববর্ষকে স্বাগত জানাতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। আস্তে আস্তে আরও আরও বড় আকার নেবে এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইন্দ্ররাজ চ্যাটার্জি এবং সকলে সভাপতির কাছে আব্দার করেন যাতে ১লা বৈশাখের কয়েকদিন পর আবার এক জলসায় সবাই একত্রিত হওয়ার কথা।

সিনেমা ভাল মন্দ

রহস্য রোমাঞ্চে ভরা ‘নীলাচলে কিরীটি’

ড. শঙ্কর ঘোষ : ‘কিরীটি ও কালো ভ্রমর’ দিয়ে শুরু হয়েছিল ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের কিরীটি সিরিজের পথ চলা বড় পর্দায় শুরু। উদ্যোক্তা ক্যামেলিয়া গ্রুপ। পরিচালক অনিন্দ্য বিকাশ দত্ত। সে ছবি দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছিল। প্রত্যাশাও বেড়ে গিয়েছিল দর্শকদের। মাঝে চিরঞ্জিৎকে নিয়ে প্রিয়াংশুকে নিয়েও কিরীটি গল্পের চিত্ররূপ পেলাম। কিন্তু মন ভরেনি। তাই অনেক চাপ ছিল অনিন্দ্য বিকাশের এই দ্বিতীয় কিরীটি ছবি ‘নীলাচলে কিরীটি’ নিয়ে। গোড়াতেই বলে রাখা ভালো যে কাজে পরিচালক সফল। রহস্য ছবির বুনোট ভালো ভাবেই গল্প দিয়েছেন পরিচালক। ‘বসন্ত পঞ্চমী’ অবলম্বনে এই গল্পের বিস্তার। গল্প এগিয়েছে। খুনের সংখ্যাও এগিয়েছে। সব ঘটনাই পুরীতে বসে। প্রথমে খুন হলেন বাণী রায়, পরে একে একে ওয়েটার আলি খুন হল, হারিত সান্যাল খুন হন। খুনের চেষ্টা করা হয় হোটেল মালিক রুণা সান্যালকে। এমনকি কালী রায়ের বর্তমান প্রেমিকাকেও। ডিটেকটিভ কিরীটি এর রহস্য সন্ধানে নেমে পড়েন। সদ্য বিবাহিত কিরীটি কৃষ্ণার মধুচন্দ্রিমা রহস্য রোমাঞ্চে ভরপুর হয়ে ওঠে।

অভিনয় এ ছবির প্রাণ ভোমরা। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় কিরীটি

রূপী ইন্দ্রনীল সেনগুপ্তের কথা। এই মুহূর্তে তাঁকে ছাড়া কিরীটি ভাবাও যাবে না। চমকে দিয়েছে রুণা সান্যালের চরিত্রাভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। কি অসাধারণ দক্ষতায় এ চরিত্র তিনি রূপায়ণ করেছেন। সম্ভবত এই প্রথম তাঁকে মায়ের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গেল। সন্তানকে সৎপথে ফিরিয়ে আনতে তাঁর অভিনয় মনযোগ আকর্ষণ করে। তাঁর পুত্র রামানুজের চরিত্রে নবাগত ঋষভ চমকে দিয়েছেন। এক দক্ষ অভিনেতাকে পাওয়া গেল এ ছবিতে। অরুণিমা ঘোষ, সমদর্শী দত্ত, সুচন্দ্রা ডালিয়া, অভিষেক চ্যাটার্জি এবং সর্বোপরি শান্তিলাল মুখার্জি তাদের চরিত্রগুলি যথাযথ ভাবেই রূপায়িত করেছেন। আবহসঙ্গীত এ ছবির আরেক সম্পদ। রহস্য খুশিতে আবহ সঙ্গীতের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে তা এছবিতে পূর্ণ যাত্রায় লভ্য। পরবর্তী কিরীটি গল্পের অন্য প্রত্যাশা বেড়েই গেল। তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

হাসির মোড়কে বাঁধা ‘হানিমুন’

ড. শঙ্কর ঘোষ : সমরেশ বসু’র লেখা ‘ছুটির ফাঁদে’ এক সময়ে ছবি হয়েছিল। যেখানে উৎপল দত্ত, সৌমিত্র, অপর্ণা সেন চুটিয়ে কাজ করেছিলেন। সেটা ১৯৭৫ সাল। সেই গল্প নিয়ে ২০১৮তে এসে ছবি হলো। তার নাম ‘হানিমুন’। দুটি কারণে ছবিটি দেখা যেতেই পারে। প্রথমটি হল বিখ্যাত চিত্রগ্রাহক প্রেমেন্দু বিকাশ চাকী এই প্রথমবার ছবি পরিচালনা করলেন। দ্বিতীয়টি হল দীর্ঘ অবসরের পর রঞ্জিত মল্লিককে আবার বড়ো পর্দায় পাওয়া গেল। নীতিন (সোহম) ও জয়তি (শুভশ্রী) বিয়ের পরেও হানিমুন করতে পারেনি, কারণ নীতিনের বস প্রাণেশ ভট্টাচার্য (রঞ্জিত মল্লিক) কাজ পাগল। ফালতু কোনো ছুটি তিনি মঞ্জুর করেন না। নিজে কাজের জন্য মুম্বই গিয়েছেন, সেই ফাঁকে নীতিন জয়তি যেখানে হানিমুন করতে গিয়েছে ঘটনাচক্রে সেখানে প্রাণেশ হাজির। তখনই শুরু হয় সব ধুন্ধুমার মজার ঘটনা। আরও জমে ওঠে যখন মামাতো ভাই চিত্তরঞ্জন বেশে রুদ্রনীল প্রবেশ করে। সময়টা সুন্দরভাবে কেটে যায়। প্রধান শিল্পীদের অভিনয় মনে রাখার মতো। তবে দাগ কেটে যায় পার্থসারথির অভিনয়ে। গানে তেমন বৈচিত্র্য নেই। পরিচালক নিজেই যেখানে চিত্রগ্রাহক, তাই বহির্দৃশ্যগুলি অত্যন্ত মনোরম, চিত্তাকর্ষক। মহম্মদ কালামের সম্পাদনার কাজও সুন্দর।

শান্তি নিকেতনের সাথে সুন্দরবনের সংস্কৃতি বিনিময়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিংঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার অন্যতম বিতর্কিত কলেজ বঙ্কিম সরদার কলেজ। গত দু’বছরে বহুবার এই কলেজে হয়েছে ছাত্র বিক্ষোভ। দিনের পর দিন একাধিকবার ছাত্র ছাত্রীরা বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকাদের ঘেরাও করে দেখিয়েছে বিক্ষোভ। যার জেরে কলেজে পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট হয়েছে বারে বারে। বিভিন্ন সময়ে জেলার স্কুল কলেজের অনুষ্ঠানে এলেই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কেও এই কলেজ সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে। এই সমস্ত বিতর্ককে পিছনে ফেলে কলেজে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবেশকে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছেন কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকারা। সেই কারণেই বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের সাথে নিজেদের সংস্কৃতি বিনিময়ের উদ্যোগ নিয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের বঙ্কিম সরদার কলেজ। সোমবার সুন্দরবনের অন্যতম এই কলেজ প্রাঙ্গনে শান্তিনিকেতন পাঠ ভবনের জনা চল্লিশেক পড়ুয়া এখানকার পড়ুয়াদের সাথে নিজেদের সংস্কৃতির আদান প্রদান করলেন সুন্দরমনে শান্তিনিকেতন’ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

বিগত বেশ কয়েক বছরে এই কলেজে অ–ছাত্রায়ন হয়েছে সেই কারণেই কলেজে বারে বারে পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট হয়েছে বলে মনে করছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। তাই গত এক বছরের বেশি সময় ধরেই এই কলেজকে অ–ছাত্রায়ন মুক্ত করতে উদ্যোগ নিয়েছিল কলেজ কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট কড়া পদক্ষেপ ও গ্রহণ করেছেন এখানে পড়াশোনার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে। আর সেই উদ্যোগের মধ্যে আরও একটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল এই কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের বিভিন্ন প্রতিভা অন্বেষণ করা। কলেজের অন্তত কুড়িজন অধ্যাপক, অধ্যাপিকা দিনের পর দিন ছাত্রছাত্রীদের মেন্টরের ভূমিকা পালন করে এই কলেজে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবেশ ফেরানোর চেষ্টা করেছেন। এরপরই বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের সাথে নিজেদের সংস্কৃতি বিনিময়ের প্রয়াস নিয়েছিলেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। সেই জন্য গত ফেব্রুয়ারি মাসে শান্তিনিকেতনে গিয়ে নিজেদের সংস্কৃতির ছাপ রেখেছিলেন সুন্দরবনের ছেলে মেয়েরা। এবার শান্তিনিকেতনের পড়ুয়ারা এলেন সুন্দরবনে তাদের সংস্কৃতি সুন্দরবনের সুন্দরমনে মিলিয়ে দিতে। সোমবার বঙ্কিম সরদার কলেজ প্রাঙ্গনে সুন্দরমনে শান্তিনিকেতন’ নামক অনুষ্ঠানে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশন করলেন আজি এ বসন্ত’। আর অন্যদিকে সুন্দরবনের ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশন করলেন সুন্দর সুন্দর কথায় সুন্দরী’। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে বঙ্কিম সরদার কলেজের সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ছিল দারুণ উন্মাদনা। অন্যদিকে নিজেদের সংস্কৃতির সাথে সুন্দরবনের সোঁদা মাটি নোনা জলের’ সংস্কৃতি বিনিময় করতে পেরে খুশি শান্তিনিকেতন পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীরাও।

সম্মানিত সুন্দরবনের কবি

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব দপ্তর(MyGov)আইডিয়া শেয়ার মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গত ইংরেজি ১৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে ঘোষণা করা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী যে তাঁর নোটবন্দী সহ নানান উন্নয়নমুখী প্রকল্পের পক্ষে সুনাম করে কবিতা,কার্টুন,ও ব্যঙ্গচিত্র ভিডিও সহ ১২০০ শব্দের মধ্যে লেখা লিখে MyGov ওয়েবসাইটে পাঠালে পুরস্কার ও ’শংসাপত্র মিলবে। ১২৫ কোটি ভারতীয়দের মধ্যে প্রায় ১৫০০ জন কলম ধরেছে এই বিষয়ের উপর। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের কবি তথা সমাজকর্মী ফারুক আহমেদ সরদার তেমনই বেশ কিছু কবিতা সহ সরকারের নোটবন্দী,এবং নানান উন্নয়নমুখী প্রকল্পের ভালো মন্দ মতামত লিখে এবং ভারতীয় নাগরিক হিসাবে কিছু ভাবনা চিন্তার কথা ওয়েবসাইটে পাঠান।এরপর ওই ওয়েবসাইটে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ মাস যাবৎ বিভিন্ন ক্যুইজের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আসছেন সুন্দরবনের কবি ফারুক আহমেদ সরদার। কবিতা ও মতামত আইডিয়া শেয়ার মন্ত্রণালয়ের My–Gov ওয়েবসাইটে গৃহিত হওয়ায় দপ্তরের CEO,My Gov India র পক্ষ থেকে সুন্দরবনের কবিকে পদ্মা অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

’শংসাপত্র পেয়ে কবি ফারুক আহমেদ সরদার বলেন, সুন্দরবনের অবহেলিত মানুষজনের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দপ্তরের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতঞ্জতা জানাই আমাকে পদ্মা অ্যাওয়ার্ড’ সম্মান দেওয়ার জন্য।

বেদান্ত মঠে মহাপ্রভুকে নিয়ে অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পুণ্য জীবনকথা নিয়ে গত ২১ মার্চ বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল। বক্তা প্রখ্যাত অধ্যাপক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। মহাপ্রভুর জীবনের মুখ্য ঘটনাগুলি তিনি বিবৃত করলেন প্রাঞ্জল ভাষায়। পৃথিবীতে তার আবির্ভাব থেকে শুরু করে অপ্রকট হওয়া পর্যন্ত কাহিনী পরিবেশিত হল। সেই মর্মে শোনালেন বেশ কিছু গান। যে তালিকায় ছিল : সখি গৌরাঙ্গ গড়িল কে, গোঠে আমি যাবো মাগো, সে বিনে আর জানে না, মধুর মধুর বংশী বাজে, ক্ষ্যাপা ছেড়ে দিলে সোনার গৌর, প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম প্রভৃতি গানগুলি। তবলা ও খোলে শিল্পীকে সহযোগিতা করলেন সুকমল দাস এবং পার্কাসানে অরুণ দত্ত। অভেদানন্দ মঞ্চে দর্শক ঠাসা এই অনুষ্ঠানটি যে ভক্ত রসাপ্লুত হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃশ্যকলা বিভাগের বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হলো ১৫ থেকে ১৯ মার্চ ২০১৮, আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে। ১৮৫টি আঁকা, স্থাপত্য, গ্রাফিক্সে পরিপূর্ণ ছিল আকাদেমি। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন রাজ্যসভার সদস্য এবং প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী যোগেন চৌধুরী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সব্যসাচী বাসু রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনয় বিভাগের রেজিস্ট্রার দেবদত্ত রায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃশ্যকলা বিভাগের প্রফেসর আদিত্য প্রসাদ মিত্র। সকলেই ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ প্রদানে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও বিভিন্ন বিজয়ীদের মানপত্র এবং পুরস্কার দিয়ে পুরস্কৃত করা হয় অনুষ্ঠানে।

জোড়াসাঁকোয় রবি ঠাকুরের ফাল্গুনী নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ নৃত্যনাট্য, সঙ্গীত এবং দৃশ্যকলা বিভাগের আয়োজনে ১৫ মার্চ জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে এক আলোচনা এবং নৃত্যনাট্যের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর সব্যসাচী বাসু রায়চৌধুরী এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আকাদেমি নৃত্যনাট্য সঙ্গীত এবং দৃশ্যকলা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়।

এরপর অনিয়মের লাবণ্যে ফাল্গুনী নিয়ে বক্তব্য রাখেন তাঁরা এবং শারদ উৎসব থেকে ফাল্গুনী শীর্ষক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন প্রফেসর সৌমিত্র বাসু। সব শেষে অন্তর্মুখ এবং উহেনি কলকাতার সদস্যরা ফাল্গুনী নৃত্যনাট্যের বাছাই করা একটি দৃশ্য উপস্থাপন করেন। যেখানে শীতের আবহে পুরনোকে ঝেড়ে ফেলে প্রকৃতি বসন্তের স্নিগ্ধ পরিবেশে বরণ করে নিচ্ছে নতুনকে। সবুজে মুখরিত হয়ে উঠছে সমগ্র পৃথিবী। যা সকলের মন কাড়ে।

সুপ্রিয়া তর্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ‘নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন’এর দক্ষিণ কলকাতা শাখা গত বৃহস্পতিবার ১৫ মার্চ তাদের সান্ধ্য অধিবেশনে সুপ্রিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল শরৎচন্দ্রের বাসভবনে (২৪ অশ্বিনী দত্ত রোডে)। ‘সুপ্রিয়া তর্পণ’ এই শ্রদ্ধাঞ্জলিতে বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি সুপ্রিয়ার জীবন ও তাঁর বিভিন্ন ছবিতে শিল্পীর অভিনয়ের মূল্যায়ন, উত্তমকুমার প্রসঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। শোনালেন সুপ্রিয়া অভিনীত বিভিন্ন ছবির গান। যার মধ্যে ছিল ‘বিশ্ব পিতা তুমি হে প্রভু’ (সিস্টার), ‘এক বৈশাখে দেখা হল’ (বিলম্বিত লয়), ‘তুমি আমার চিরদিনের’ (চিরদিনের), ‘কাছে রবে কাছে রবে’ (চৌরঙ্গী) প্রভৃতি গান। দর্শক শ্রোতাদের মুগ্ধ করলেন তিনি। সভাপতির ভাষণে বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. কানন বিহারী গোস্বামী অনুষ্ঠানের মূল সুরটি ধরিয়ে দিলেন অসাধারণভাবে। তিনিও শোনালেন গান ‘যে রাতে মোর দুয়ারগুলি’ (মেঘে ঢাকা তারা)। এদিনের অনুষ্ঠানের সঞ্চালক এই শাখার সচিব সলিল সরকার। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কাজটিও তিনিই করলেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ‘রূপম কলাচক্র’ ৩৩তম বর্ষে নতুন এক সাংগঠনিক ভাবনায় ভাবিত হয়ে অন্যরকম পরিকল্পনায় এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে— যেখানে হাত মেলাতে চেয়েছে সেইসব আগ্রহী শিল্পী বন্ধুদের সাথে যাঁরা উৎসাহী হয়ে এগিয়ে এসে সমৃদ্ধ করেছে প্রতিষ্ঠানটিকে।

এবারের আমন্ত্রণ পত্রটিও অভিনবত্বে ভরা ছিল– ‘‘বাড়িয়ে দিলাম হাত.............. বন্ধু।’’

বজবজ পাবলিক লাইব্রেরি হলটি সেদিন হয়ে উঠেছিল আলো ঝলমলে রঙিন সাজে সুসজ্জিত এক প্রাণচঞ্চল মেলাকেন্দ্র। চারদিকে সাজানো ছিল নানান হস্তশিল্পের প্রদর্শনী।

‘রূপম কলাচক্র’ ব্যানার সাঁটানো মূল মঞ্চটি ছিল সবসময়েই আলোকিত। যেখানে একের পর এক বৈচিত্র্যময় নৃত্য প্রদর্শিত হয়েছে মূল কর্ণধার সুপর্ণা মিত্র চক্রবর্তীর সুযোগ্যা ছাত্রীদের নির্দেশনায়।

গান এবং আবৃত্তির জন্য ছিল আরেকটি আলাদা মঞ্চ যা অনুষ্ঠান পরিচালনায় আরেও দ্রুততা এনেছে। বিশেষভাবে নজর কেড়েছিল আরও দুটি বিষয় একটি যোগা, অন্যটি আলাপনের ‘নেশাকে না বলুন’। এর বিষয়ভিত্তিক আলোচনা এবং উপস্থাপনা। সকল কলাকুশলী এবং অভিভাবক অভিভাবিকাদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সময়মতো সুন্দরভাবে শেষ হয়।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা **কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১**

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

দীনেশ কার্তিক ঝড়ে মুহ্যমান নাগিন ডান্স

অরিঞ্জয় মিত্র

কিছুদিন আগে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরকারী ভারতীয় দল প্রত্যক্ষ করেছিল লুঙ্গি ডান্স। বলাবাহুল্য, প্রোটিয়া পেসারের সৌজন্যে (বলা ভালো তাণ্ডবে) এই লুঙ্গি নৃত্য দেখতে হয়েছিল বিরাট বাহিনীকে। আর এবার শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় ট্রফিতে আরও এক নৃত্য প্রদর্শন উপভোগ করল ক্রিকেট দুনিয়া। বস্তুত বাংলাদেশীদের দৌলতে এখন এই সর্প নৃত্য তথা নাগিন ডান্স একেবারে ভাইরাল হয়ে উঠেছে। তবে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দু-দুবার জয়ের পর এই নাগিন ডান্স মাতিয়ে দিলেও ভারতের কাছে গ্রপ ম্যাচ সহ ফাইনালে হেরে টানা ৩টি ম্যাচে হারের আস্বাদন পেতে হল বাংলাদেশ টাইগার্সদের। আর নাগিন ডান্স বাহিনীকে প্রায় একার হাতে ম্যাচের বাইরে নিয়ে গেলেন উইকেট-কিপার ব্যাটসম্যান দীনেশ কার্তিক।

ফেসবুকের সৌজন্যে সেই দীনেশ হয়ে উঠেছেন সফেরা বা সাঁপুরে। যথারীতি এই বাবুরাম সাঁপুরের বিন বাদনে কাহিল বাংলার বাঘরা। যেভাবে বাংলাদেশের মুখের কাছ থেকে দীনেশ কার্তিক জয় ছিনিয়ে আনলেন তা নিঃসন্দেহে কোনও রূপকথার কাহিনীর চিত্রনাট্য হয়ে উঠল। অধিনায়ক কোহলি, ধোনি, এক নম্বর পেসার ভুবনেশ্বর কুমার, অলরাউন্ডার হার্দিকন পাণ্ডিয়াদের অনুপস্থিতিতে কার্যত দ্বিতীয় দল নিয়ে শ্রীলঙ্কা গিয়েছিলেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ফাইনালে ভারতের জয়ের অন্যতম কারিগর তাই তিনিও বটে। চাপের মুখে তাঁর অর্ধশতরান বাংলাদেশকে চাপে ফেলে দেয় প্রথমেই। রোহিতকে যোগ্য সঙ্গত করতে দেখা যায় আগাগোড়া টুর্নামেন্টের সফল ব্যাটসম্যান তথা সহ-অধিনায়ক শিখর ধাওয়ান। বোলিংয়ে নৈপুণ্য দেখালেন রিস্ট স্পিনার যুজবেন্দ্র চহ্বাল। তবে চহ্বালকেও ছাপিয়ে গিয়ে এই সিরিজের সেরা হলেন নয়া আবিস্কার ও অন্যতম রিস্ট-স্পিনার ওয়াশিংটন সুন্দর। শার্দুল ঠাকুরও সিরিজ জুড়ে যথেষ্ট ভালো পারফরমেন্স মেলে ধরলেন। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপের বছর খানেক আগে দলের রিজার্ভ বেঞ্চের শক্তি দারুণভাবে মেপে নিতে পারলেন রবি শাস্ত্রী-ভরত অরুণরা।

ত্রিদেশীয় এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে শুরুটা খুব একটা খারাপ করেনি বাংলাদেশ। কিন্তু পর পর তামিম ইকবাল, লিটন দাস ও সৌম্য সরকারের উইকেট হারিয়ে বেজায় চাপে পড়ে যায় পূর্ববঙ্গের বাঘেরা। এসময় দলের দায়িত্ব একার কাঁধে তুলে নেন সাব্বির। ভারত শেষ বলে ফিনিশিং টাচে ম্যাচ জিতলেও সাব্বিরের স্কোর কিন্তু দুদলের মধ্যে সর্বোচ্চ। তাছাড়া ৩৩-৩ থেকে শেষপর্যন্ত সাকিব-উল-হাসানের দল যে ১৬৬ রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর তুলতে সক্ষম হয় তার পুরো কৃতিত্ব এই সাব্বিরের। তাঁকে ঠিকমতো সাহায্য করার মতো আরও একজন থাকলে বাংলাদেশ আরও বড় রান তুলতে পারত।

তাও ফাইনাল ম্যাচ যে একেবারে রুদ্ধশ্বাস জায়গায় চলে গিয়েছিল তার জন্য মূল কৃতিত্ব বাংলাদেশি বোলারদের কৃপণ বোলিংয়ের সামনে ভারতের একেবারে থম মেরে যাওয়া।আস্কিং রেটও চড়তে থাকে রীতিমতো চড়চড় করে। শেষ দু ওভারের ভারতের কাছে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা গিয়ে দাঁড়ায় ৩৪ রান। এই সময়েও ত্রাতার ভূমিকা নেন দীনেশ কার্তিক। ১৯ তম ওভার করতে আসা রুবেলকে বেদম পিটিয়ে ৬ বলে ২২ রান তুলে দেন তিনি। কার্তিকের এই তাণ্ডবের পর শেষ ওভারে দরকার ছিল ১২ রান। কিন্তু তাও শেষ বল পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায় এই নাটকীয় ম্যাচ। সৌম্য সরকারের অফ সাইডে করা আপাত নিচু হাইটের বলটাকে অসামান্য দক্ষতায় ছক্কা মেরে জয় ছিনিয়ে আনেন দীনেশ। কার্তিকের এই ইনিংস দেখে মনে পড়ে যাচ্ছিল প্রায় দু-আড়াই যুগ আগের জাভেদ মিঁয়াদাদের কথা। শারজা কাপে শেষ বলে ছয় মেরে এভাবেই পাকিস্তানকে জিতিয়ে দিয়েছিলেন মিঁয়াদাদ। এদিন জাভেদ যেন নতুন করে ভর করেছিল দীনেশ কার্তিকের ওপর। আর হতভাগ্য চেতন শর্মা হয়ে ওঠেন সৌম্য সরকার। যদিও চূড়ান্ত ঠেঙানি খাওয়ার জন্য বাংলাদেশি জনতার কাছে রাতারাতি ভিলেন বনে গিয়েছেন রুবেল। আওয়াজ উঠেছে তাঁকে বসিয়ে দেওয়ার। যদিও মনে রাখতে হবে বাংলাদেশ কিন্তু এই টুর্নামেন্টে আয়োজক শ্রীলঙ্কাকে টানা দুটি ম্যাচে হারিয়েছে। ভারতের কাছে এসেই যাবতীয় জারিজুরি খতম হয়ে গিয়েছে তাদের। যদিও ফাইনালে বাংলাদেশ যে লড়াই তুলে ধরেছে তার সঙ্গে অবশ্যই প্রশংসা। এই দলটাকে ঠিকমতো গ্রুমিং করতে পারলে হয়তো আগামী দিনে ভারতকে আরও বড় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারে বঙ্গবীররা।

ব্যাডমিন্টনে ফার্স্ট বেঞ্চার হয়ে উঠছে ভারত

যুধিষ্ঠির নস্কর

কিছুদিন আগে অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হল। বলাবাহুল্য, অভিজ্ঞ মানুযেরাও যেন এক লহমায় ফিরে গিয়েছিলেন প্রায় তিন যুগ আগে। তখন মোবাইল ফোন হল রূপকথার মতো ব্যাপার, আর টিভির সঙ্গে সবেমাত্র সড়গড় হচ্ছে তৎকালীন সমাজ। এর মাঝেই খেলার দুনিয়া থেকে বেশ কিছু খবর দেশের নাম আন্তর্জাতিক গণ্ডি পার করে দিয়েছিল। কপিল দেবের নেতৃত্বে ভারতের প্রথমবার ক্রিকেট বিশ্বকাপ জেতার (তাও প্রবল শক্তিধর ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে) পাশাপাশি সেসময় পুরো দেশ আলোড়িত হয়েছিল প্রকাশ পাডুকোনের অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের খবরে। বস্তুত, অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টনে প্রকাশের চ্যাম্পিয়ন হওয়া সর্বপ্রথম মাইলেজ দেয় ভারতীয় ব্যাডমিন্টনকে। এরপর সৈয়দ মোদির নামটা ভেসে ওঠে ব্যাডমিন্টন দুনিয়ায়। যদিও তাঁর অকাল মৃত্যু ছেদ টেনে দেয় তাঁর সংক্ষিপ্ত বর্ণময় কেরিয়ারের। এরপর বহু বছর চিনাদের দাপট দেখা ছাড়া আর কিছু করতে পারেননি ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকারা। সে অর্থে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন দুনিয়ায় বিপ্লব নিয়ে এসেছে বর্তমান প্রজন্ম। কোচ গোপীচন্দের হাত ধরে।

কোচ গোপীচন্দের সঙ্গে খানিকটা তুলনা টানা যেতে পারে ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন কোচ তথা কলকাতা ময়দানের পরিচিত নাম সৈয়দ নইমুদ্দিনের। নৈয়ম যেমন শৃঙ্খলাকে মারাত্মক গুরুত্ব দিতেন গোপীও প্র্যাকটিসে দারুণ কঠোর। বস্তুত নিজের খেলোয়াড়ি জীবন থেকেই সংযম ও অনুশাসন মেনে আসছেন গোপীচন্দ। এখন নিজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সেই শৃঙ্খলাটাই গড়ে তুলছেন। চারটের সময়ে কাকভোরে তিনি পৌঁছে যান অ্যাকাডেমিতে। টাইমিংয়ে একটু এদিক ওদিক হলে গোপীর গুসসার মুখে পড়তে হয় শিক্ষার্থীদের। সে তিনি যত বড় তারকাই হন না কেন। পিভি সিন্ধুকে কম বকুনি খেতে হয়নি গোপীচন্দের কাছে। সেজন্যই তো সিন্ধু আজ এতটা একরোখা ও অদম্য মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। গোপী লক্ষ্য করেছিলেন ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকারা দারুণ স্কিলফুল। কিন্তু তাঁদের শক্তি, গতি, স্ট্যামিনা অনেকটাই কম। এই জায়গাতে জোর দিয়ে তিনি কুড়িয়ে এনেছেন পরের পর সাফল্য। যদিও এই সাফল্যকে বড় করে দেখছেন না কোচ ও তাঁর অ্যাকাডেমি। আগামী দিনে আরও অনেক তারকার অন্বেষণ যে এখান থেকে হবে তা এখনই বলে দেওয়া যায়।

আগামীর তারকা উঠে আসছে পাণ্ডুয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিদিন বাচ্চা ছেলেদের ফুটবল খেলায় পারদর্শী করে তুলতে পাণ্ডুয়া ফুটবল মাঠে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। গত ২২ মার্চ বিকাল ৩টার সময় ছোট ছোট খেলোয়াড়দের মাঝে রহিম নবিকে দেখা যায়। পাণ্ডুয়া ফুটবল আকাদেমির কর্ণধার ফুটবলার রহিম বলেন, মা মাটি মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশেষ কৃপায় আমাদের আকাদেমিকে ২ লক্ষ টাকা খেলাধুলায় দান করেছেন। সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি বলেন আমরা প্রতিদিন এখানে ভাবী খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। এই আকাদেমি থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েই আমি আজকে ফুটবলার রহিম নবি হয়েছি। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে ছোট ছোট বাচ্ছারাও ভবিষ্যতে আরও বড় খেলোয়াড় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে আশা করছি।

পাণ্ডুয়া ফুটবল আকাদেমির প্রধান প্রশিক্ষক (কোচ) তারক চন্দ্র কর মহাশয় বলেন, প্রতিদিনকার মতো আজও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বিমল টুডু, শিমল টুডু, ছোট নবি, আলিম নবি, সুজয় দেবনাথ, তপন কর্তারা সহ ৭-৮ জন কোচ রয়েছেন। চাহিদা অনুসারে আমরা আরও কোচের সংখ্যা বাড়াব। আকাদেমির সেক্রেটারি সঞ্জয় নন্দী ও অশোক শীরা জানান, বাচ্চাদের ট্রেনিং দেওয়ার উপর আমরা বেশি জোর দিয়েছি। যাতে খেলার জগতে আমাদের আকাদেমি প্লেয়াররা রাজ্যে সুনাম অর্জন করতে পারে।

আকাদেমি সভাপতি বাসুদেব রানা বলেন, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় খেলায় যুবকদের উৎসাহিত করতে আমাদের ক্লাবকে আর্থিক সাহায্য করেছেন। তাই আমরা বেশি করে ছেলেদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা জোরদার করেছি।

প্রধান কোচ তারক চন্দ্র কর জানালেন, এই আকাদেমিতে প্রায় ২০০ জন ছেলে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। পাণ্ডুয়া ব্লক ছাড়াও বর্ধমান, শক্তিগড়, গাংপুর, চুবড়া, মহানাদ, সিমলাগড় বিভিন্ন জায়গা থেকে এই আকাদেমি ২৫ বছর ধরে ট্রেনিং দিয়ে অসাছে। খেলাধূলার মাধ্যমে শরীর চর্চা হয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সংবর্ধিত সামিমাদের কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে ক্রীড়াজগতে রাজ্যের বুকে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র কোচ বদরুজ্জোহা শেখ। বর্তমানে নলহাটি পুরসভার বাসিন্দা। বদরুজ্জোহাসাহেবের হাত ধরে বীরভূম জেলা ছাড়িয়ে দেশের বুকে নাম ছড়িয়েছে সামিমা খাতুন, রাবিয়া খাতুন, সাইনা খাতুনদের মতো উঠতি ক্রীড়াবিদরা। প্রত্যন্ত গ্রাম গ্রামাঞ্চল থেকে ক্রীড়াবিদদের তুলে এনে প্রতিযোগিতায় পদক জিতিয়ে বারবার চমক দিয়েছেন কোচ বদরুজ্জোহাসাহেব। প্রতিবন্ধী ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দেশের কাছে বীরভূম জেলার নাম উজ্জ্বল করেছে সামিমা খাতুনরা। আহমেদপুরে কোচ বদরুজ্জোহা শেখকে সংবর্ধনা দিলো

শিক্ষকমহল। সামিমা খাতুন এবং কোচ বদরুজ্জোহা শেখকে সংবর্ধনা দিয়েছে আইএনটিইউসি -র রামপুরহাট ফুটপাত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সামিমা খাতুন এবং কোচ বদরুজ্জোহা শেখকে নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার ৫১ বছরের ঐতিহ্যবাহী 'আলিপুর বার্তা' পত্রিকায়।

মনের খেয়াল

মৃত্যুঞ্জয়

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

পমপম প্রথম যখন মারা যায় তখন ওর বয়স ছিল মাত্র এগারো। কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে ও আদৌ যমের দুয়ার থেকে ফিরে আসবে। পমপম মানে পরমব্রত ছোটবেলা থেকেই ভীষণ ডানপিটে ছিল। বাড়ির ডাকনাম ছিল পরম, স্কুলে সেটা প্রথমে ছোট হয়ে হল পম, তারপর বন্ধুরা ডাকতে শুরু করে পমপম বলে। নয় বছর বয়সে মা বাবার সঙ্গে পমপম দিল্লী গিয়েছিল মামাবাড়িতে। মামার এক গুরু ছিলেন, কী যেন একটা নাম, এখন মনে নেই, বেশ সুন্দর দেখতে। রবিঠাকুরের মত দাড়ি। মামা বলতেন উনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরের অবতার। মামা ওনার অনেক কথা পমপমকে বলেছেন। গুরুদেব বলেছেন সকলের মধ্যেই ভগবান বিরাজ করেন। ভগবানের তো মৃত্যু হয় না, যেটা হয় তা অনেকটা জীর্ণ পোষাক পাল্টানোর মত একটা ঘটনা। সে কথা শোনবার পর থেকে পমপম আরো বেশি বেপরোয়া হয়ে গেল। ওর বিশ্বাস, ওর কিচ্ছু হবে না। বড়জোর নতুন একটা পোষাক হবে।

* * *

সেবার ও গরমের ছুটিতে বারুইপুরের পিসির বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে পিসিদের এক বিরাট ফলের বাগান। পমপম প্রায় সারাটা দিন সেই বাগানে কাটায়। সুযোগ পেলেই গাছে উঠে বসে থাকে। দুপুরে একদিন সকলের খাওয়া হয়ে গেল, কিন্তু, পমপমের দেখা নেই। অনেক খোঁজ করার পর ওকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেল বাগানের এক আমগাছ তলায়। অনেক চেষ্টাতেও জ্ঞান না ফেরায় রুবিতে নিয়ে যাওয়া হল পমপমকে। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বললেন পরমব্রতর আর প্রাণ নেই। ব্রজমোহনবাবু অর্থাৎ দিল্লীর সেই মামা খবর পেয়ে বললেন, এ আমি বিশ্বাস করিনা, ডেথ সার্টিফিকেট কি দিয়ে দিয়েছে? না' শুনে বললেন, আমি এখন পাটনায় আছি, আমি আসছি। পমপমকে যেন ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। ভেন্টিলেশনে রাখার কথা বলাতে কর্তৃপক্ষ প্রথমে হেসেছিল, কিন্তু, পরে রাজি হয়ে যায়।

* * *

ব্রজমোহনবাবু রুবিতে পৌঁছনোর কিছুক্ষণ আগে লক্ষ করা গেল যে ভেন্টিলেশন যন্ত্রের কাঁটাগুলো যেগুলো এতক্ষণ স্থির ছিল সেগুলো নড়ছে আর চার্টপেপারে বিভিন্ন তরঙ্গ ফুটে উঠছে। সে যাত্রায় পমপম বেঁচে গেলে ওকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কী হয়েছিল। পমপম জানালো যে গাছে উঠে ওর খুব ঘুম পেয়েছিল, একটা চওড়া ডাল বেছে নিয়ে ও সেখানে ঘুমোবার চেষ্টা করে আর ঘুমিয়েও পড়ে। ও স্বপ্নের মধ্যে মামার সেই গুরুদেবের দেখা পায়, উনি নাকি ওকে বলেছেন, বিপদে পড়লে ওনাকে স্মরণ করতে। পমপম ওনাকে প্রণাম করার চেষ্টা করতেই ও নিজেকে ভীষণ হাল্কা বোধ করতে শুরু করল, মনটা এক অজানা আনন্দে ভরে উঠল। তারপর আর ওর কিছু মনে নেই।

* * *

দ্বিতীয় বারের ঘটনাটা একটু বেশি বয়সে। তখন পমপম ছাত্রমহলে প্রফেসর পিএম বলে বেশি পরিচিত। বড় হয়ে জেনেছেন মামার সেই গুরুদেব আসলে প্রজ্ঞানপুরুষ শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর। প্রফেসর পিএম মনোবিদ্যা বিষয়ে পড়ান। এ ছাড়া, শরীরী ভাষার উপর ওনার প্রগাঢ় জ্ঞান। সুদূর তিব্বতে ভিন গ্রহবাসীদের যে উপনিবেশ আছে তাদের উপর ভারত সরকার গবেষণা চালাচ্ছে। সেই গবেষণার জন্য কিছু তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রফেসর পিএম তিব্বতে যাচ্ছিলেন। মাঝপথে তার হেলিকপ্টারটি দুর্ঘটনায় পড়ে। দিন তিনেক পর তাঁর দেহটি উদ্ধার হলে তাতে কোনও প্রাণের স্পন্দন ছিল না। কিন্তু, পূর্ব ইতিহাস ছিল বলে এবারও প্রফেসর পিএমকে বেশ কিছুদিন ভেন্টিলেশনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের অশেষ কৃপায় উনি আবার সুস্থ হয়ে ওঠেন। সেদিনের দুর্ঘটনার কথা কিন্তু ওনার একদম মনে পড়ে না। ওনার ধারণা উনি তাঁর গন্তব্যস্থলে ঠিকমত পৌঁছেছেন এবং সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। যথাসময়ে উনি সেই তথ্য সম্বলিত একটি প্রামাণ্য রিপোর্ট ভারত সরকারের কাছে জমাও দেন।

* * *

প্রফেসর পিএম অকৃতদার ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি যাতে কোনও কষ্ট না পান, ভারত সরকার তাঁর জন্য সব রকম সুব্যবস্থা করে দিয়েছিল। প্রফেসর পিএম এর ভাগ্নী ওনার সঙ্গে থাকতেন। তাছাড়া চব্বিশ ঘণ্টার আয়া ও নার্সেরও ব্যবস্থা ছিল। তখন তাঁর বয়স প্রায় ৯৩। এক রাতে ডিউটিরত নার্সের খেয়াল হল অন্য বারের তুলনায় একটু বেশিক্ষণ উনি বাথরুমে আছেন। ভাগ্নী এসে দেখলেন উনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন। হাসপাতালের ডাক্তার জানালেন ওনার ব্রেন স্ট্রোক হয়েছে।

পরের দিন বিশেষজ্ঞরা বললেন, উনি কোমায় চলে গেছেন। কিছুদিন, ভেন্টিলেশনে রাখা হল। কিন্তু, এবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। ডাক্তাররা বললেন, মৃত্যুর সময় উনি কোনও প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করেন নি। উনি নিজেও জানেন না যে ওনার মৃত্যু হয়েছে।

নীল আকাশে সবুজ মনের মাধুরী

অর্চিষ্মান মৈত্র, তৃতীয় শ্রেণি, সাউথ পয়েন্ট স্কুল

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com